হালিদা হানুম

গোলাম মকসুদ হিলালী এম এ, বি এল,
অধ্যাপক—সাদৎ কলেজ করটিয়া

এম্পায়ার বুক হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রকাশক:
মাহ্ফুজার রহ্মান খান
এম্পায়ার বুক হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৪০

বারো আনা

নিউ সরস্বতী প্রেসে
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত
২৫।এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নারীজাতিকে অবহেলা ক'রে সকল কাজে কেবল পুরুষদেরই একচেটিয়া আধিপত্যের দিন আর নেই। নারীও যে শক্তি-সামর্থ্যে জ্ঞান-গরিমায় পুরুষের পাশাপাশি চল্‌তে পারেন এবং সেই চলার ওপরেই যে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করে, বহু নারী তা' প্রমাণ ক'রে গেছেন—তাঁদের গৌরবময় কর্ম্ম জীবনের মধ্য দিয়ে। খদিজা, আয়েশা, ফাতেমা, রিজিয়া, নূরজাহান; চাঁদ সুলতানা প্রভৃতির নাম ইতিহাস চিরদিন বুকে ধ'রে রাখ্‌বে। এঁরা ছিলেন আমাদের নারীদের আদর্শ স্থানীয়া। এঁদের মহান আদর্শের উজ্জল বর্ত্তিকা সামনে রেখে আমাদের মাতা, ভগ্নী, কন্যারা স্ব স্ব জীবন-পথকে আলোকিত করে' নিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা এত আগেকার মানুষ যে, তাঁদের জীবন-কাহিনী আমাদের নিকট স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

তাই আমাদের নারী-আদর্শ হিসাবে হালিদা আদীব হানুমের জীবনী খুবই অমূল্য। হালিদা বর্ত্তমান যুগের। বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে কয়জন স্ত্রী-পুরুষ আপন আপন অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের বলে অসম্ভবকে সম্ভব ক'রতে পেরেছেন, হালিদা হানুম তাঁদের অন্যতম।

হালিদার পুণ্যময় প্রেরণাময় জীবন-কাহিনী করটীয়া সাদৎ কলেজের তরুণ অধ্যাপক মৌলভী গোলাম মকসুদ হিলালী সাহেবের লেখনী-স্পর্শে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। জনাব হিলালী সাহেব সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন হলেও তাঁর লেখবার শক্তি কিরূপ অসাধারণ, বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই প্রথম দানই তা' প্রমাণ ক'রেছে।

—মাহ্‌ফুজার রহ্‌মান খান

"She (Madame Halide' Edib) has a distinguished career as a teacher, journalist, author, statesman, social worker and soldier."

Edward Mead Earle.
Associate Professor of History in Barnard College and Columbia University.

সূচীপত্র

হালিদা হানুম



হালিদা হানুম

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জগত বরেণ্য বিদুষী হালিদা আদীব হানুম তুর্কীজাতির ইতিহাসে নূতন পুরাতন ভাঙ্গা-গড়ার সন্ধিক্ষণে, জাতির জীবন মরণ সমস্যার দিনে, আবির্ভূত হইয়াছেন,—জননীরূপে স্নেহ বিলাইয়া মৃতপ্রায় জাতিকে সঞ্জীবিত করিতে, জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রেরণায় রণক্লান্ত হতাশ জাতির মস্তিষ্ক ও বাহুতে শক্তিদান করিতে, নৈরাশ্যের অন্ধকারে দিশাহারা জাতিকে পথ দেখাইতে, এবং বহু শতাব্দী-ব্যাপী ইউরোপের চক্ষুঃশূল, অবিচার পীড়িত জাতির পক্ষ হইতে সভ্য জগতকে দুইটী সত্য কথা শুনাইতে।

হালিদা একাধারে সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সংস্কারক, বক্তা, সৈনিক, জাতীয় অন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী এবং আদর্শ গৃহিণী। অল্প দিনের মধ্যে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া

পড়িয়াছে। তিনি মাতৃ-ভাষা তুর্কী ব্যতীত ইংরেজী, ফরাসী, আরবী এবং পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত। এক সময়ে তিনি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার-প্রিয় নব্য তুর্কীদের "এত্তেহাদ ও তরক্কী" বা 'ঐক্য ও উন্নতি' আন্দোলনে এবং ১৯১৯ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ ব্যাপী তুর্কীর অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন-পণ রণে হালিদা যে ভাবে প্রাণ ঢালিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাহা নবীন তুরস্কের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। দেশের রাষ্ট্রনীতিতে তিনি বরাবর উদারনীতিক (liberal) এবং বিশ্বের শাসন ব্যাপারে তিনি আন্তর্জাতিকতা বাদী (internation-alist)। অক্লান্ত পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তার ফলে বহুবার শোচনীয় ভাবে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছে, তথাপি দেশের জন্য, জাতির জন্য, বিশ্বমানবের জন্য, তাঁহার চিন্তা, পরিশ্রম ও লেখনী বিরাম লাভ করিতে পারে নাই। স্বাধীন চিন্তা, মুক্তবিবেক, সত্যানুরাগ, অনুসন্ধিৎসা, স্বজাতিপ্রেম, ও বিশ্বহিতৈষণা তাঁহার জীবন ও কর্ম্ম-ধারার বৈশিষ্ট্য। সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দার্শনিক সমালোচনা তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, চিন্তা, ও গবেষণার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তাঁহার ইংরেজী লেখার ধরণ ও ভঙ্গিমা দেখিয়া তাঁহাকে অন-ইংরেজ বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কি সুন্দর স্বভাব-সরল, চিত্তাকর্ষক ভাষার ভিতর দিয়া সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে তাঁহার ভাব লহরী হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও পবিত্রতার বেহেশ্‌তী-খোশ্‌বু তাঁহার লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে মাখানো।

হালিদা হানুম

নানা জটিল, হয়রানকারী, রক্ত-শোষক সমস্যা জীবনে তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছে। তাঁহার জীবন বিনাশের ষড়যন্ত্র হইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মৃত্যু দণ্ডের আদেশ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তি ও গভীর আত্মনির্ভরতা বলে তিনি সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া অবাধগতিতে কঠোর কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন মহিয়সী নেত্রীরূপে তিনি জগতকে দেখাইয়াছেন যে নারী অবলা নহে, অন্তঃপুরে পুরুষের দাসীবৃত্তি করাই তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য নহে। মাতারূপে, পত্নীরূপে, ভগিনী ও কন্যারূপে সেবাকারা—সেত গৌরবের কথা। সেবা গুণে নর-নারী-নির্ব্বিশেষে ভিতরের মানুষটী ফেরেশ্‌তা হইয়া আত্ম প্রকাশ করে। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক কার্য্যে নারী পুরুষের পাশাপাশি ভাবে অগ্রসর হইতে পারে। খোদার-দেওয়া দুনিয়ার খোলা হাওয়া, সবুজ মাঠ, বাহিরের নানা মুক্ত সৌন্দর্য্য শুধু পুরুষের জন্য নহে। স্রষ্টা তাহা নারীর জন্য ও তুল্য রূপেই উদ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। সমাজ-বিধির হর্ত্তা কর্ত্তা পুরুষ এতকাল জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে নারীর প্রতি যে অন্যায় করিয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া তাহার যথাযোগ্য প্রতিকার করিবার সময় আসিয়াছে।

আমাদের দেশে নারী জাগরণ ও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের এই শুভক্ষণে আমাদের মাতা-ভগিনীগণ এই আদর্শ বিদুষী মহিলার জীবনী হইতে যথেষ্ট প্রেরণা পাইবেন এবং তাঁহাদের মানসিক অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

জন্ম ও বাল্যকাল

হালিদা আদীব হানুম স্থলতান আবদুল হামীদের সেক্রেটারী আদীব বের কন্যা। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বস্‌ফোরস প্রণালীর তীরবর্ত্তী বেশিকৃতাশ্‌ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। হজরত আয়ুব আন্‌সারীর (১) আর এক নাম ছিল খালিদ। হালিদা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে আদীব বে মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে পুত্র সন্তান হইলে এই পুণ্যাত্মার নামানুসারে তাহার নাম করণ হইবে। পরে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকেই এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। আরবী বর্ণমালার খে অক্ষর তুর্কীরা 'হ' বলিয়া উচ্চারণ করেন। হালিদা আরবী শব্দ খালিদারই তুর্কী উচ্চারণ। পিতার নামের সহিত যুক্ত হইয়া হালিদা আদীব হইয়াছে। হালিদার পিতামহ আলী-আয়াতুল্লাহ্‌ আনাতোলিয়ার খাঁটী তুর্ক বংশীয় ছিলেন। তিনি হালিদার বাল্যকালে শাহ্‌জাদা রশাদ (পরবর্ত্তী স্থলতান পঞ্চম মোহম্মদ) এর কাফী প্রস্তুতকারীদের অধ্যক্ষ ছিলেন। হালিদার পিতামহী কনষ্টান্টিনোপলের এক বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন। এই পিতামহীর জীবনের সহিত হালিদার শৈশব, বাল্য

(১) এই বিখ্যাত সাহাবী মদীনার অধিবাসী ছিলেন। মু-'আবিয়ার খিলাফত কালে মুসলমানেরা সর্ব্ব প্রথম কনষ্টান্টিনোপল দখল করিতে চেষ্টা করেন। হজরত আয়ুব আনসারী এই অভিযানে সৈনিক রূপে কনষ্টান্টিনোপলে গমন করেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাজার জিয়ারত করিবার জন্য দলে দলে লোক তথায় যাতায়াত করিয়া থাকেন।

ও যৌবনের অনেক স্মৃতি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। হালিদা তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে বহুবার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া এই দাদীমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শৈশবেই হালিদা মাতৃহারা হন; স্নেহশীল পিতার আদর যত্নে তিনি মানুষ হইয়াছেন। বাড়ীতে দাস দাসীর অভাব ছিলনা। ঐশ্বর্য্যের কোমল কোলে পালিত হইয়াও তিনি যে দেশ ও জাতির জন্য স্বেচ্ছায় শারীরিক ও মানসিক শতকষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন এইখানেই তাঁহার মহত্ত্ব ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

শৈশবের একটী ঘটনা হইতে তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির অদম্য স্পৃহা এবং অবিরাম ও দুর্ব্বার চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এই প্রকৃতি আজীবন প্রয়োজন মত তাঁহাকে চালিত করিয়া অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে। ঘটনাটী এই—রাত্রি অনেক হইয়াছে, চারিদিক নিস্তব্ধ। পিতা আদীব বে কার্য্যোপলক্ষে রাজপ্রাসাদেই রহিয়া গিয়াছেন, রাত্রিতে বাসায় ফিরেন নাই। মেয়ে মেঝের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল 'বাবার কাছে যাব'। তাহাকে কত বুঝান হইল 'বাবা প্রাসাদে আছেন, এখন আসিতে পারিবেন না, রাত্রি কালে প্রাসাদের দরওয়াজা বন্ধ থাকে, প্রহরীরা পাহারা দেয়—তিনি কাল আসিবেন।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সে কাঁদিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। ইল্‌দিজের রাস্তা বাহিয়া বাড়ীর একজন সার্কেশিয়ান যুবক প্রহরীদিগকে কৈফিয়ত দিয়া তাহাকে প্রাসাদে উপস্থিত করিল। মেয়ে বাবার কাছে গেল, তবে ছাড়িল।

আদীব বে ইংরেজ জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাঁহাদের সন্তান পালন পদ্ধতি বিশেষ ভাবে পছন্দ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস

ছিল যে এই সন্তান পালন রীতিই ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। এ সম্বন্ধে যত দূর তিনি পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন তাহা প্রথম কন্যা হালিদার বেলায় কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। হালিদার পোষাক পরিচ্ছদের দিকে তিনি নিজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। বাল্যকাল হইতেই হালিদার শরীর দুর্ব্বল ছিল। তাঁহার খাদ্য দ্রব্যও নির্দ্দিষ্ট ছিল। সামান্য গোশ্ত, তরিতরকারী, আহার কালে কিছু ফল এবং বিকালে দুধ, এই ছিল বাল্যে তাঁহার সাধারণ খোরাক। হালিদা দুধ পছন্দ করিতেন না, কিন্তু সর্ব্ব প্রকারের ফল প্রচুর পরিমাণে খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন।

হালিদা পুতুল ভালবাসিতেন এবং তাহা লইয়া মনোমত নানারূপ খেলা করিতেন। বাল্যের এই পুতুল লইয়া খেলার ভিতরে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উপন্যাস লেখার বীজ নিহিত ছিল। তাঁহার হৃদয় ছিল অতিশয় কোমল। কোন প্রাণীর ব্যথার দৃশ্যে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। একবার মেষ কুরবাণীর সময় নিঃসহায় প্রাণীগুলির কাতর আর্ত্তনাদ তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল ; আর একবার দেওয়াল ভাঙ্গিয়া একটী কুকুরের উপরে পড়ে, তাহা দেখিয়া হালিদার বুকের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছিল। এই মানসিক ভাবই ভবিষ্যৎ জীবনে এক সময়ে তাঁহাকে বৌদ্ধ দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

বাল্য-শিক্ষা

আদীব বের ইচ্ছা ছিল সাত বৎসর বয়সে মেয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইবে। কিন্তু হালিদার মনের মধ্যে লেখাপড়ার অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা তোলপাড় করিত। তিনি দাদীমা ও বাবার কাছে লেখাপড়া শিখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ইহাতে বাধ্য হইয়া আদীব-বে ছয় বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই হালিদার "হাতে খড়ি"র অনুষ্ঠান করিলেন। তুর্কীরা ইহাকে 'বাশলান্‌মক্‌' বলিয়া থাকেন। তুরস্কে 'হাতে খড়ি'র কার্য্য অতি জাক-জমকের সহিত সম্পাদিত হয়। বাশ্‌লান্‌মকের পর হইতে নিয়োজিত শিক্ষক প্রত্যহ বিকালে বাসায় আসিয়া কোরাণ-শরীফ পড়াইয়া যাইতেন। পাঠশালার গুরুমহাশয় বা মক্তবের আখোন্দজীকে তুরস্কে 'হোজা' বলে। হালিদার 'হোজা' ম্যাসিডোনিয়া হইতে আসিয়া সপরিবারে কনষ্টান্টিনোপলে বাস করিতেছিলেন। তিনি বেশিকৃতাশের এক মক্তবে ও শিক্ষকতা করিতেন।

ইতিপূর্ব্বে একদিন রাজপ্রাসাদের এক শিক্ষয়িত্রীর নিকট আফ্রিকার সচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত দেখিয়া হালিদা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই শিক্ষয়িত্রীকে তিনি 'তইজা' বলিয়া ডাকিতেন। 'তইজা' শব্দের অর্থ খালা বা মাসী। তিনি পুস্তকখানা পড়িয়া চিত্তাকর্ষক কাহিনীগুলি সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। ইহাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য হালিদার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। হোজা সাহেবের নিকট বর্ণপরিচয় হইলে হালিদা ফিকৃরিয়ার নামক দাসীকে সেই সচিত্র আফ্রিকা ভ্রমণ বইখানি মেঝেতে পাড়িয়া দিতে

বলিতেন। বইখানি খুব বড় ও ভারী ছিল বলিয়া তিনি নিজে উহা নাড়াচাড়া করিতে পারিতেন না। মেঝেতে পাড়িয়া দিলে হালিদা আরবী বর্ণপরিচয় জ্ঞানের সাহায্যে বহু কষ্টে তাহার পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেন।

কিছুকাল পরে আদীব-বে বেশিক্‌তাশের বাস পরিত্যাগ করিয়া সলীমিয়া মহল্লায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখানে হালিদার লেখাপড়ার জন্য সলীমিয়ার ইমাম সাহেব শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তিনিও প্রত্যহ বিকালেই বাসায় আসিয়া পড়াইয়া যাইতেন। এই সময়ে আদীব-বে আহ্‌মদ আগা নামক একজন চতুর শিক্ষিত পরিচারক নিযুক্ত করেন। তাহার নিকট বসিয়া বসিয়া হালিদা তুর্কী জাতির আদিম কাহিনী শ্রবণ করিতেন। পিয়ানো (Piano) বাদন শিক্ষাও এই সময়ে আরম্ভ হয়। তিন বৎসর ধরিয়া আহ্‌মদ আগা হালিদাকে তুর্কীজাতির গল্প পড়িয়া পড়িয়া শুনাইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার কোমল মনের উপর তুর্কী সাহিত্যের একটী নতুন দিকের ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সাহিত্য সাধনায় এই শিক্ষা অনেক সহায়তা করিয়াছে।

কলেজে প্রবেশ

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হালিদা কলেজে প্রবেশ করেন। কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব্ব কনিষ্ঠ। বয়স কম বলিয়া অনেক চেষ্টার ফলে কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিলেও তিনি বোর্ডিংএ থাকার অনুমতি পান নাই। এই বিদ্যালয় তখন American College for Girls (মার্কিন বালিকা কলেজ) বলিয়া কথিত হইত। প্রাচ্যদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য মার্কিন পাদ্রীদের দ্বারা এই কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল।

হালিদা অতি অল্পকালের মধ্যে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু উড্‌স্ পাশা তাঁহার জন্য কতকগুলি বাল-বোধ্য গল্প বাছিয়া দিতেন। মূল ইংরেজীতে সেই সব আমোদজনক গল্প পড়িয়া ইংরেজী ভাষার প্রতি তাঁহার একটী অনুরাগ জন্মিয়া উঠে। উড্‌স্ পাশা জাতিতে ইংরেজ ছিলেন। তিনি তুর্কী নৌ-বিভাগে কার্য্য করিতেন। এখানে বৎসর খানেক বিদ্যাভ্যাসের পর সুলতান আবদুল হামীদের 'ইরাদা' বা হুকুম অনুসারে তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হইল। সুলতান তুর্কী বালক বালিকাদের বিদেশী ইস্কুল কলেজে পড়া পছন্দ করিতেন না। তাঁহার ভয় ছিল পাছে শিক্ষার্থীদের মত উদার হইয়া পড়ে। তিনি বলিতেন, তাহারা বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া পড়াশুনা করুক।

ইংরেজী শিখিতে নানা কারণে হালিদাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। অনেকই ইহা পছন্দ করিতেন না। ইংরেজী পুস্তকে সুন্দর সুন্দর ছবি থাকিত। বাড়ীর পরিচারক আহ্‌মদ আগা ছবিগুলির

চক্ষু নষ্ট করিয়া দিত। সে বিশ্বাস করিত ও বলিত যে মানুষের ছবি থাকা পাপজনক। হালিদা বাইবেল পড়েন বলিয়া তাঁহার বিমাতা ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি একদিন হালিদাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কখন অজ্ঞাতসারে খৃষ্টান হইয়া যাইবে"। বাড়ীতে প্রায়ই তাঁহার বাইবেল চুরি যাইত। নতুন বাইবেল কিনিয়া আনিয়া বাসায় রাখিয়া দিলে, তাহা আর পাওয়া যাইত না। ইহাতে কলেজের পাঠ প্রস্তুত করিতে তাঁহার বড় অসুবিধা হইত।

এই সময়ে হালিদার আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য শুক্রী আফেন্দী নামে একজন বিখ্যাত মৌলবীকে ওস্তাদ নিযুক্ত করা হয়। তিনি আরবী ভাষার জটিল ও শক্ত ব্যাকরণ সহজরূপে শিক্ষা দিবার জন্য এক নূতন নিয়মের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই নূতন পদ্ধতি হালিদাকে লইয়াই প্রথম পরীক্ষিত হয়। পরীক্ষায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। হালিদাকে পড়াইবার সময় শুক্রী আফেন্দী বাহিরের অনেক ভদ্রলোক ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার শিক্ষা প্রণালীর উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেন। আরবী শিক্ষার সময়ে হাম্‌দী আফেন্দীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনা হালিদার ভাব রাজ্যে এক নূতন চিন্তার দুয়ার খুলিয়া দেয়। ক্রমে কে যেন তাঁহার হৃদয়-মন্দির দুয়ারে এক অজানা রাজ্যের রহস্যময় সংবাদ আনিয়া দিতে থাকে। ফলে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা গুরুতর চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে আরম্ভ করে।

কলেজ ত্যাগ করিলেও হালিদার ইংরেজী শিক্ষা স্থগিত হয় নাই। তিনি একাদিক্রমে কয়েক জন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিতে থাকেন। একজন শিক্ষয়িত্রী তাঁহার মনের উপর যথেষ্ট

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি Shakespeare এবং George Elliot প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী সাহিত্য গ্রন্থ পাঠে হালিদার অনুরাগ সৃষ্টি করেন। এই শিক্ষয়িত্রীর উপদেশানুসারে হালিদা 'The Mother' নামক একখানা ইংরেজী পুস্তকের তুর্কী অনুবাদ করেন। তখনকার বিখ্যাত লেখক ও মুসলিম আইনজ্ঞ মহমূদ আসদ আফেন্দী আসলের সহিত মিল করিয়া অনুবাদ সংশোধনচ্ছলে হালিদার সহজ সরল ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া তদ্‌স্থানে কঠিন ও উচ্চ বাক্য বসাইয়া দিতেন। আফেন্দীর ভূমিকা সহ এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক ইলদিজ প্রদর্শনীতে বিক্রয় হয়; এবং লব্ধ অর্থ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে শহীদ সৈন্যদের পরিবার প্রতিপালন উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। ইহাতে হালিদা সুলতানের পক্ষ হইতে সম্মানসূচক পারিতোষিক (decoration) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী চলিয়া গেলে রিজা তৌফীক হালিদার ফরাসী ও তুর্কী শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্র বিশেষভাবে ভাল বাসিতেন এবং Herbert Spencerএর খুব প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রাচ্য অধ্যাত্ম-জ্ঞান এবং প্রাচ্য কলা ও কবিতাই হালিদাকে বেশী মুগ্ধ করিত।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে হালিদা পুনরায় কলেজে অধ্যয়ন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সঙ্গে তাঁহার ভগিনী নীলুফরও কলেজে প্রবেশ করিলেন। এবার হালিদা বোর্ডিংএ থাকিতে লাগিলেন। নীলুফরকে বাসা হইতে আসিয়াই কলেজ করিতে হইত। কলেজ জীবনে তাঁহার মুক্ত মানস ও হৃদয় ক্ষেত্রে চিন্তা ও ভাবের বন্যা আসিয়া প্লাবনের সৃষ্টি করে। স্বাধীন

চিন্তা এই সময় হইতে তাঁহার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অনেক বিশ্বাসের মূল শিথিল করিতে আরম্ভ করে। সত্য ও আত্মার উৎকর্ষে ধর্ম্ম বিশেষের একাধিকারের দাবী তাঁহার মনে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া ছিল। কলেজ জীবনে তিনি ইস্‌লাম, ঈসায়ী ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম তুলনা-মূলকভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের অহিংস ও শান্তিপ্রিয় মত হালিদার বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। কলেজ জীবনের শেষ বৎসরে ফিলিপ ব্রাউন নামক একজন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তিনি ফিট্‌জে-রাল্ড অনুদিত ওমর খয়্যামের রুবাইয়াতের দিকে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এই সময় হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি আনন্দের সহিত ওমর খয়্যামের রুবাইয়াত পাঠ করিয়াছিলেন।

এই মানসিক বিপ্লবের যুগে ফ্রান্সের সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচারক পেয়র হিয়াসিন্থ (Pire Hyacinthe) এবং ভারতের উদার হিন্দুমত প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ হালিদাদের কলেজ পরিদর্শন করিতে গিয়া বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে হালিদা জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়াছেন—"Swami Vivicananda, a celebrated Brahmanist, also visited the college and gave one of his famous speeches, which had the reputation of hypnotising his audience. This dark, slender man was clad in a loose robe, the thin hands moving with a life which seemed distinct from the rest of his body; the expressiveness of his graceful physique and the mystic charm of Asia's voice, these were evident in him."

অর্থাৎ—বিখ্যাত হিন্দুমত প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের কলেজ পরিদর্শন করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রোতাগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারে বলিয়া তাঁহার বক্তৃতার খ্যাতি ছিল। এই ঢিলা পোষাক পরিহিত কৃশ, কৃষ্ণাঙ্গ লোকটীর দুল্যমান হাত দুইখানি এমন জীবনী শক্তির পরিচয় দিতেছিল যে সে শক্তি যেন তাঁহার অবশিষ্ট শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার কান্তিযুক্ত দেহের ভাব ব্যঞ্জকতা এবং এশিয়ার বাণীর তত্ত্বাচ্ছন্ন ভাব-মাধুরী সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। (১)

কলেজে হালিদা সর্ব্ববিষয়েই অন্য ছাত্রীদের সেরা ছিলেন। কিন্তু গণিতে তাঁহার সেরূপ রুচি ছিল না। হালিদার গণিত শিক্ষার জন্য তাঁহার পিতা সুবিখ্যাত গণিতজ্ঞ সালেহ জকী বেকে বিশেষ শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন। সালেহ জকী বে তুরস্কের দুইটী সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং Meteorological Observatory বা বায়ব্য মান-মন্দিরের ডাইরেক্টর ছিলেন। বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি অনেক-গুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ওগাস্ত কঁত (Auguste Comte) এর বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে তুর্কী ভাষায় অনেক কিছু প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যে সমস্ত জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতেন তাহা অতি সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। এই শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া হালিদার গণিত বিষয়ক দুর্ব্বলতা দূর হইল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকান কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া বাহির হইলেন।

---

(১) স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তুরস্ক ভ্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বিবাহ ও সংসার জীবন

পূর্ব্বোল্লিখিত গণিতের বিশেষ শিক্ষক সালেহ্ জকী বের সহিত পত্র ব্যবহারে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এবং পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলেজ ত্যাগের পর তাঁহাদের বিবাহ হয়। এই বিবাহকে আমরা ইংরেজী ভাষায় Love-marriage (প্রেম-পরিণয়) বলিতে পারি।

বিবাহের পর পুরাতন ধরণের গৃহিণীর মত তিনি অন্তঃপুরেই আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। পিতার যে সমস্ত বন্ধুকে তিনি শৈশব হইতে জানিতেন—চিনিতেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া গেল। এখন তিনি সর্ব্বপ্রকারে স্বামীর সেবা ও সাহায্য করিয়া গৃহখানিকে আনন্দময় ও শান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন। সালেহ্ জকী বে তুর্কী ভাষায় এক বিরাট গণিত অভিধান (Mathematical Dictionary) প্রণয়ন আরম্ভ করিলে হালিদা নানা ইংরেজী প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে বড় বড় ইংরেজ গণিতবিদ্ ও দার্শনিকের জীবনী সংগ্রহ করিয়া স্বামীর কার্য্যে সহায়তা করিতেন।

এই সময় ইংরেজীতে Sherlock Holmes series বাহির হয়। হালিদা এই গল্পগুলি তুর্কীতে তর্জমা করিয়া পড়িয়া যাইতেন, আর ইংরেজী অনভিজ্ঞ আদীব বে ও সালেহ্ জকী বে শিশুর মত তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। সংসারের নানা কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া শত প্রকার লিপ্ততা ও ব্যস্ততা সত্বেও হালিদার সাহিত্য আলোচনার বিরাম

হয় নাই। অবসর সময়ে তিনি গভীর মনোযোগের সহিত ফরাসী-সাহিত্য আলোচনা করিতেন। ফরাসী-সাহিত্যের ভাব ও ভাষা তাঁহাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়া জোলা (Zola) তাঁহার ভাব প্রবণ মনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হালিদার দুইটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রথম সন্তানের নাম হালিদার দাদাজানের নামানুসারে আলী আয়াতুল্লাহ্ রাখা হইয়াছিল। দ্বিতীয় জনের জন্ম বৎসরে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) রুস-জাপান যুদ্ধে সুবিখ্যাত জাপানী নৌ-সেনাপতি টোগো অত্যাশ্চর্য্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন; তাই প্রাচ্যের গৌরব টোগোর নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছিল হাসান হিক্‌মতুল্লাহ্ টোগো।

প্রসবের পর পুস্তক ও পিয়ানো লইয়া তাঁহার সময় কাটিত। জোলা অধ্যয়নের পর হালিদা শেক্‌স্‌পিয়র পাঠে মনোনিবেশ করেন। তিনি শুধু পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; তুর্কী ভাষায় অনুবাদও করিতেন। Hamlet লইয়া অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ হয়। হালিদা আরবী পারসী মিশ্রন বর্জ্জিত খাঁটি প্রাঞ্জল তুর্কী ব্যবহার করিতেন। তাঁহার স্বামী সালেহ জকী বে তাহা কাটিয়া উচ্চ আরবী শব্দ বসাইয়া দিতেন, এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান করিয়া অনেক সময় হালিদাকে বকিতেন। কিন্তু হালিদা তাহাতে দমিত না হইয়া আপন মনে নিজের ভাবে অনুবাদ করিয়া যাইতেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সালেহ জকী বে ইংরেজী জানিতেন না। তিনি Hamletএর ফরাসী অনুবাদ

পাঠ করিয়াছিলেন। হালিদা ক্রমে শেক্স্‌পিয়রের অনেকগুলি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ণভাবে শেক্স্‌পিয়রের অন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হালিদার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শেক্স্‌পিয়রের কলায় নরনারীর বৈশিষ্ট্য মূর্ত্তিমান হইয়া ধরা পড়ে। তিনি জীবন-স্মৃতির একস্থানে লিখিয়াছেন যে কর্ম্ম ও ধর্ম্ম জগতের মোহম্মদ আর কাব্য ও কলা জগতের শেক্স্‌পিয়র এই দুই মহামানবের শিক্ষার ভিতরে এক সুন্দর সামঞ্জস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

হালিদার স্বামী সালেহ জকী বে ক্রমে গলতাসরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (Rector) এবং সাধারণ শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রণা সভার উপদেষ্টা (Counsellor) পদে উন্নীত হইলেন। এই সময়ে (১৯১০ খৃষ্টাব্দে) হালিদার সংসার জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তন ঘটিল। সালেহ জকী বে একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। হালিদা বহু বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলে অনেক গোলমালের পর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়। দীর্ঘ নয় বৎসর যে সংসারকে তিনি সম্পূর্ণ আপন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে তাহা পরিত্যাগ করিয়া দুইটী সন্তান লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। হালিদার নিজের কথা…"The force of circumstances…makes us like fragile leaves blown away from trees where they looked so green and happy only a moment before"—গাছের সবুজ সুন্দর পাতা যেমন হঠাৎ প্রবল বাতাসে উড়িয়া যায় আমরাও সেইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উড়িয়া বেড়াই।

হালিদা ও তাঁহার দাদীমার অসুখের সময় বিখ্যাত ডাক্তার আদ্‌নান চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি ইঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। হালিদার দাদীমা তাঁহাকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। একবার হালিদা কঠিন অন্ত্রপ্রদাহ (appendicitis) রোগে আক্রান্ত হন। ইহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। এই সময় ডাক্তার আদ্‌নান সহানুভূতি ও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া হালিদার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভাবে হালিদার মন অবনত হইয়া পড়ে এবং পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে তাঁহারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

সাংবাদিক জীবন

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ভীষণ শাসন-সংস্কার আন্দোলনের যুগে ২০শে জুলাই তারিখে কবি ও কর্ম্মী তৌফীক ফিক্‌রৎ এবং ক্ষমতাশালী সমালোচক হুসায়ন জাহিদ অন্যান্য সুযোগ্য কর্ম্মী ও লেখক গণের সাহায্যে 'তানীন' পত্রিকা বাহির করেন। "আদবিয়্যাতে জদীদ বা নবীন সাহিত্য পন্থী সকলেই ইহাতে লেখা প্রকাশ করিতেন। হালিদা ডাক্তার রেজা তৌফীকের সহায়তায় 'সরওতে ফুনূন' নামক সাহিত্য পত্রিকার মারফতে এই নবীন সাহিত্য পন্থীদলের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সালেহ জকি বে 'তানীন' পত্রিকার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সহায়তা করিতেন। হালিদা ইহার সাহিত্য কলামে প্রবন্ধ লিখিতেন। এই সময় হইতে অস্থায়ী ভাবে তাঁহার লেখিকা জীবন আরম্ভ হইল। তুর্কী যুবকদের ভাব-রাজ্যের যুগান্তকারী নেতা তৌফীক ফিক্‌রতের সহিত তখন তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল না। সালেহ জকী বের গৃহে থাকিয়া পিতা ও স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অতি অল্প লোকের সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। তিনি গৃহে অবস্থান করিয়াই তৌফীক ফিক্‌রতের ভাবধারা এবং তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 'তানীন' নারী স্বাধীনতা প্রচার করিত, সমাজে ও শিক্ষায় নারীকে পুরুষের তুল্য স্থান দিতে বলিত ; সেইজন্য রক্ষণশীল ও পুরাতন পন্থীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন।

১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দের নব্য তুর্কীদের 'ঐক্য ও উন্নতি' আন্দোলনে

হালিদা প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তিনি পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ লিখিয়া জনমত গঠনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন (১)। তাঁহার মত ছিল শিক্ষা সম্বন্ধীয় ক্রমিক পরিবর্ত্তন, দেশের সামাজিক জটিল প্রশ্নের ধীর অনুধাবন ও সমাধান এবং শিক্ষা সংস্কারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ প্রদান। তাঁহাকে প্রচার কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য কতকগুলি বেনামী পত্র লেখা হয়। ইহাতে তানীন পত্রিকায় আর কোন প্রবন্ধ লিখিলে তাঁহাকে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। সরকারী ছাপা কাগজে তাঁহার প্রাণদণ্ডের কথা প্রকাশিত হয়। কিন্তু দেশের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং মানবের প্রতি তাঁহার প্রেম তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও লেখনী বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেয় নাই। 'তানীন' ও অন্যান্য পত্রিকায় তিনি পূর্ব্ববৎ নিজমত ব্যক্ত করিতেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ২৪ বৎসর।

এই সময়েই ইসাবেল ফ্রাই (Isabel Fry) নামক জনৈক বিদুষী

(১) তিনি লিখিয়াছেন—"I had become a very busy journalist and writer in three months; I received a great many letters in widely varied subjects. Sometimes my correspondents asked social questions, sometimes political ones, but each took care to send me a long exposition of his own views. Some of the letters were about family problems and secrets; no catholic priest could have received further and more candid confession than I did during those three months."

ইংরেজ মহিলার সহিত হালিদার সখ্য জন্মে। নেশান (Nation) পত্রিকায় হালিদা একটী আপীল প্রকাশ করেন। ইহাতেই প্রথমে এই ইংরেজ মহিলার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণই পরে সখীত্বে পরিণত হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মিস্ ফ্রাই তুরস্কে আগমন করেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ 'তানীন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে তুরস্কের গৃহবিবাদ ভীষণাকার ধারণ করিল। 'ঐক্য ও উন্নতির' বিরুদ্ধবাদীরা কঠোর দমন নীতি আরম্ভ করিয়া দিল। ক্ষিপ্ত সৈন্যেরা হুসায়ন জাহিদ ও আহমদ্ রেজা বে ভ্রমে লেবাননের ডেপুটী মোহম্মদ আরসলান এবং বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী নাজিম পাশাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। কোন ব্যক্তিকে উদার নীতিক বা সংস্কার পন্থী বলিয়া সন্দেহ করিলেই সৈন্যেরা তাঁহাকে নিহত করিতে লাগিল।

প্রথম হিজরত

হালিদার কয়েক জন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সংবাদ দেন যে, হত্যা-যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁহার নাম আছে, কাজেই তাঁহার অতি সত্বর কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাওয়া একান্ত দরকার। ইহাতে সন্তান দুইটী সহ হালিদাকে বাধ্য হইয়া মিসরে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

মিসরে আসিয়া তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার এক হোটেলে অবস্থান করেন। একেত অপরিচিত স্থান, তার উপর অর্থের অনাটন ও পুত্র হাসানের অসুখের জন্য এখানে তাঁহাকে অনেক কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। এই সময় পূর্ব্ব পরিচিত মিস্ ইসাবেল ফ্রাই বিলাত যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া এক পত্র লেখেন। সালেহ্ জকী বে নিজে সন্তানদ্বয়ের ভার গ্রহণ করিয়া হালিদাকে বিলাত যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। হালিদা একাকী বিলাত যাত্রা করিলেন। বিলাতে মিস্ ফ্রাই তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এখানে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক জগদ্বিখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ই, জি, ব্রাউন ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত হালিদার সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হয়। ব্রাউন সাহেবের সৌজন্যের কথা তিনি জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। হালিদার আলেকজান্দ্রিয়া অবস্থান কালেই 'ঐক্য ও উন্নতি' পন্থীদের শত্রুগণের পতন হইয়াছিল। সুলতান আবদুল হামীদ সিংহাসনচ্যুত হইয়া সালোনিকিতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে পঞ্চম মোহম্মদ সুলতান পদে বরিত হইয়াছিলেন। হালিদা কয়েক মাস বিলাতে অবস্থান করিয়া তুরস্কে ফিরিয়া আসিলেন।

হালিদা হানুম

হালিদা বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একমুহূর্ত্ত ও শান্তিতে কাটাইতে পারেন নাই। হাসানের টাইফয়েড জ্বর হইয়া পড়ে। সারারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে হইত। এই রাত্রি-জাগরণ কালে তিনি বসিয়া বসিয়া বই লিখিতেন। ইহারই ফল 'সবীএ তালিব' নামক গ্রন্থ। এই পুস্তকে তিনি প্রচলিত সামাজিক প্রথার দোষগুলি বাহির করিয়া লোকের দৃষ্টির সামনে খুলিয়া ধরেন। ইহার জন্য হালিদাকে তীব্র সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তবে পুস্তকের কদরদানী ও গুণ উপলব্ধি করিবার লোকের ও অভাব ছিল না। এই সময়ে যুবরাজ মজীদ চামিলজার নিকটবর্ত্তী তাঁহার বাড়ীতে হালিদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তিন বৎসর বয়স হইতে হালিদা যুবরাজ মজীদকে চিনিতেন এবং উভয়ের পরস্পর পরিচয় ছিল। মজীদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত, সুগায়ক, সুচিত্রকর, নিপুণ ঘোড়-সোয়ার এবং মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন।

শিক্ষকতা ও শিক্ষোন্নতি

এই সময়ে হালিদা শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি শিক্ষা-বিভাগীয় পরামর্শ দাতা সঈদ বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে তিনি হালিদাকে শিক্ষাকার্য্যে কিছু সময় ব্যয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বিশেষভাবে বালিকাদের নর্ম্মাল ইস্কুল পরিদর্শন করিয়া প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতে বলেন। হালিদা নকীয়া হানুমকে সঙ্গে লইয়া নর্ম্মাল ইস্কুল পরিদর্শন ও তাহার দোষ-গুণ বিচারের জন্য গমন করেন। নকীয়া হানুম এই নর্ম্মাল ইস্কুলেরই একজন গ্রাজুয়েট; তিনি কিছুকাল আমেরিকান্ কলেজে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। শিক্ষকতা সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি নর্ম্মাল ইস্কুলের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

হালিদা দেখিলেন নর্ম্মাল ইস্কুলে আরবী, ফার্সী, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মপালনের নিয়মাবলী শিক্ষার প্রধান বিষয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবের সৃষ্টি, ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন কোন ভাষাশিক্ষা, আধুনিক আবহাওয়ার ব্যবস্থা ও সাজসজ্জা, তুর্কী ছাত্রীদের প্রাণে নূতন ভাবের সঞ্চার, সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার স্পৃহা জাগরণ, দায়িত্ব-বোধের বিকাশ, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতা শিক্ষা—এই সবের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়া তিনি এক রিপোর্ট দেন এবং শিক্ষাবিভাগ এই রিপোর্ট সসম্মানে গ্রহণ করেন

হালিদা এইবার শিক্ষানীতির (Principles of Education) অধ্যাপনা লইয়া নর্ম্মাল ইস্কুলে প্রবেশ করিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ বালিকা কলেজের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন; ফলে এই নর্ম্মাল ইস্কুল কলেজে পরিণত হইল। এই নূতন কলেজে পাঁচ বৎসরকাল ব্যাপিয়া হালিদা ইতিহাস, শিক্ষানীতি এবং নীতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। এতদ্ব্যতীত জাতি গঠনের জন্য আবশ্যকীয় আরও অনেক বিষয় তিনি কারিকুলমের বাহিরে শিক্ষা দিতেন। এই সময়কার কয়েকজন ছাত্রীর সাহায্যেই হালিদা পরে মস্‌জিদ ইস্কুল গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আধুনিক ধরণের করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন এবং সিরিয়ার এতীমখানা ও ইস্কুলগুলিকে সুশৃঙ্খল এবং সুগঠিত করিয়াছিলেন। ১৯১০ সালে জাতীয় প্রয়োজনীয়তায় হালিদাকে শিক্ষকতা ও গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যতীত জনসভায় ঘন ঘন বক্তৃতা দিতে হইত। পরে শুকরী বে শিক্ষা-মন্ত্রী হইলে তাঁহার সহিত শিক্ষানীতি লইয়া হালিদার মতানৈক্য ঘটে এবং তিনি পদত্যাগ করেন।

নিখিল-তুরান সংহতি

উনবিংশ শতাব্দীতে সয়্যেদ জামালুদ্দীন আফগানী যেমন সমগ্র মুসলিম জগৎকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পাশ্চাত্যের অগ্রগতি হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বিগত মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে আন্‌ওয়ার পাশা যেমন প্রাচ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিখিল মুস্‌লিম সঙ্ঘ বাদ (Pan-Islamism) প্রচার করিয়াছিলেন ; তুরস্কের সমাজ তত্ত্ববিদ মহাপণ্ডিত কেউক আল্‌প্‌ জিয়া এবং রুসের আহ্‌মদ আগায়েফ বে এবং য়ূসুফ আখ্‌চুরাবে ও সেইরূপ সমস্ত তুরাণী জাতি গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রচারকদের সহিত প্রথম পরিচয়ের ফলে হালিদা বিশেষভাবে কেউক্‌আল্‌প্‌ জিয়ার চিন্তা ধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ওস্‌মানী যুগ অপেক্ষা জাতিগত আদিম কালের দিকেই বেশী ঝুকিয়া পড়েন। তুর্কী জাতির আদিম কালের পৌরাণিক গল্প ও সহজ সরল সাধারণ সাহিত্য তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু পরে শিক্ষা বিষয়ক ও রাজনৈতিক মতানৈক্যে চিন্তা ও ভাবের দিক দিয়া উভয়ে সরিয়া পড়েন। (১)

(১) রাজনৈতিক মত পার্থক্য সম্বন্ধে হালিদা বলেন—"I differed from Keuk Alp Zia in his political conception for uniting the Turks. I believed and believe that nationalism is cultural and regional in Turkey, and that it would not be possible to unite the Turks in

Russia to us politically in the way we then thought was possible. Thy themselves follow distinct and natioual lines, and dlffer from us very much. Besides they would object to being interfered with by the Ottoman Turks, however much they may admire our literature. The elements and influences which are building their culture, are distinctly Russian while those of the Ottoman Turks are distinctly Western. The utmost possible political connection and perhaps the most desirable political connection in the far future between the Turks up to the Caspian sea and the Ottoman Turks would be that of federal states, giving a large and free margin to both elements to realise their individual culture and progress. But if such a time ever comes, I am not sure that Armenia and Georgia and even Persia will not be ripe to join the Turkish united states and form a strong whole to protect their integrity from Russia as well as from European invasions and domination."

'তুর্কী জননী' খেতাব

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তুর্কী যুবকেরা জেনেবা (Geneva) নগরীতে সাহিত্য ও কর্ষণা মূলক এক ক্লাব স্থাপন করেন। ইহা তুর্কীদের জাতিত্ব বাদের বহিঃপ্রকাশ। এই যুবকদের মধ্যে অনেক রুসীয় তুর্কীও ছিলেন। ইঁহারা সকলেই নিখিল তুরাণবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ক্লাব এক প্রস্তাব করিয়া হালিদা আদীব হান্নুমকে "তুর্কী জননী" (The Mother of the Turks) আখ্যা প্রদান করেন।

কংগ্রেস ও কৌন্সিলে

১৯১২ খৃষ্টাব্দে হালিদা তুরস্কের সাধারণ সভার (General Congress এর) নারী সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই সভার গঠন (Constitution) পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ১১ জন মেম্বর লইয়া একটী কৌন্সিল বসে। হালিদা তাহাতেও মেম্বর ছিলেন। কংগ্রেসের গঠন পরিবর্ত্তন করার সহিত একটী নূতন কথা যোগ করা হয় যে কংগ্রেসে নারী সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয়বার বিলাত গমন

হালিদা ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মিস্ ইসাবেল ফ্রাইকে দেখিবার জন্য দ্বিতীয়বার বিলাত গমন করেন। এই ভ্রমণের সময়ে তিনি 'নবীন তুরাণ' নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। হালিদা জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন সে অপরিচিত তরুণ গ্রন্থকারের পক্ষে নূতন সৃষ্টির জন্য অন্য কোন দেশের আবহাওয়া লণ্ডনের মত শান্ত ও অনুকুল নহে। এই সহরটী নির্জ্জনে থাকিয়া জ্ঞান-চর্চ্চা করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থকর্ত্রীর মতানুসারে 'নবীন তুরাণ' বইখানি রাজনৈতিক ও জাতীয় কল্পনা রাজ্য (Utopia), কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তবতায় পরিণত হইতে পারে না এমন অসম্ভব কিছুই ইহাতে স্থান পায় নাই। এই পুস্তকে তুরস্কের 'ঐক্য ও উন্নতি' মূলক এমন এক শাসন-প্রণালী রচিত হইয়াছে—যাহাতে নারীদের ভোটের অধিকার আছে; যেখানে নারী মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের শক্তি লইয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন; এবং যেখানে কর্ম্ম ও সরলতাই জীবনের আদর্শ। এই তুরস্কের জাতীয়তা-মূলক রাজ-নীতিতে উদারতা ও সমান অধিকার বিরাজ করে। এখানে অতি দেশ প্রীতির ক্ষিপ্ততা (Chauvinism) নাই।

তালি নিস্‌বান ক্লাব

১৯১২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষভাগে বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ে হালিদা কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা লইয়া তালি নিস্‌বান ক্লাব নামে নারীদের সর্ব্বপ্রথম ক্লাব স্থাপন করেন। সভ্যাদের জ্ঞানানুশীলনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে ফরাসী ও ইংরেজী শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। তুর্কী সাহিত্য, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং শিশু পালন শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ক্লাব ছিল। বলকান যুদ্ধের আহত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য এই ক্লাব হইতে একটা ছোট হাসপাতাল খোলা হইয়াছিল। আহত সৈন্যদের সেবা শুশ্রূষার জন্য নারীদের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ তুরস্কের ইতিহাসে এই প্রথম। এই ক্লাবের পক্ষ হইতে পলাতকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য চাঁদাতোলা হইয়াছিল এবং ক্ষিপ্ত বলকান শক্তিদের দ্বারা যুদ্ধ সংশ্রববিহীন তুর্কী ও মাসিডোনিয়ার মুসলমানদিগের নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ইউরোপের রাণীদিগকে এই অমানুষিক হত্যা কাণ্ড নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

শিক্ষাপ্রচারে হালিদা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে হালিদা শিক্ষা বিভাগীয় পদ ত্যাগ করেন। ইহার কয়েক মাস পরে নকীয়া হানুম ও পদত্যাগ করেন। নকীয়া হানুম ইতিপূর্ব্বে এক বালিকা কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং শিক্ষা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মাদ্রাসা ও মস্‌জিদ সংলগ্ন মক্তবগুলির সংস্কার ও আধুনিকভাবে পুনর্গঠন আরম্ভ হয়, এই সমস্ত বিদ্যালয় 'ওয়াকৃফ্' বিভাগের অধীন ছিল। বালক বিদ্যালয়গুলির গঠনের ভার সুযোগ্য শিক্ষাকর্ম্মী আলীবের উপর ন্যস্ত হয়, আর বালিকা বিদ্যালয়ও মিশ্রবিদ্যালয় গুলির সুনিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব নকীয়া হানুমের উপর অর্পিত হয়। নকীয়া হানুম এই বিদ্যালয় গুলির জেনারেল ডাইরেক্টর ছিলেন। হালিদা ইহার ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল এবং পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত হন। নকীয়া হানুমের বিদ্যালয়গুলি অল্পকালের মধ্যেই ইস্তাম্বুলের সেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। তাঁহার চেষ্টায় সুযোগ্য ও উপযুক্ত শিক্ষকগণ আন্তরিক আগ্রহে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই শিক্ষকগণকে ট্রেনিং দিবার জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ অযাচিতভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন। হুসায়ন জাহিদ্, ডাক্তার আদনান, হালিদা আদীব, য়ুসুফ আখচুরা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শিক্ষকদিগের নিকট নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে হালিদা নানা ইস্কুলের বালক বালিকাদিগকে

পরীক্ষা করিতেন এবং তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবক গণের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন।

হালিদার কাজ করিয়া অবসর জুটিত না। শিক্ষকতা ও বক্তৃতা করিতে অনেক সময় যাইত, ক্লাবের কার্য্যে ও অনেক সময় ব্যয়িত হইত। বন্ধু বান্ধবের নানা কাজে সাহায্য করিতে সময় অতিবাহিত হইত। রাত্রি দশটার পরে সকলে ঘুমাইলে নিজ কামরায় যাইয়া তিনি বই লিখিতেন। এই সময়ে হালিদার আশী বৎসরের বৃদ্ধ স্নেহশীলা দাদীমা তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতেন। একদিন তিনি হালিদার লিখিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "হালিদা এস, একটু কথাবার্ত্তা বলি, ক'দিন যাবৎ একটি কথাও বলতে পারিনি।" ইহা হইতে হালিদার অবিরাম ব্যস্ততার বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার কিছুকাল পরে এই দাদীমা মৃগীরোগে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরই হালিদা অন্ত্র প্রদাহ রোগে আক্রান্ত হন এবং তজ্জন্য অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। এই সময়ে ডাক্তার আদনান খুব সমবেদনা দেখাইয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াক্ফ্ ইস্কুল খোলার পর হালিদা ইস্কুলে কতকগুলি পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শয়খুল ইসলাম হয়রী (খয়রী) আফেন্দীর নিকট গমন করেন; এই আলোচনায় হয়রী আফেন্দী যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তব জীবনের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি কারণ দেখাইয়া হালিদার কোন্ কোন্ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য ও কোনগুলি নহে, তাহা স্পষ্ট কথায় বলিয়া দেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে ইস্তাম্বুলের সুদূর প্রান্তে

প্রান্তে বেড়াইবার সময় হালিদা চুল ও ঘাড় ঢাকিয়া রাখিতেন, মুখ সর্ব্বদা খোলা থাকিত।

এই বৎসর (১৯১৪ খৃষ্টাব্দে) নকীয়া হানুমের ছেলে মেয়েদের জন্য হালিদা 'কানানের মেষ পালকগণ' নাম দিয়া এক ক্ষুদ্র নাটক লেখেন। ইহা একদিন বিকাল বেলায় মাত্র ছয় ঘণ্টা পরিশ্রমের ফল। য়ুসুফ ও তাঁহার ভাইদের কথা ইহার আলোচ্য বিষয় ছিল। বিখ্যাত অভিনায়ক আরতোগ্রুল মুহ্সিনের সহিত হালিদা ষ্টেজ ও পোশাকাদির ডিজাইন (design) ঠিক করিয়া দেন। 'যুবকদের তুর্ক ওজাক' নামক জাতীয় ক্লাবে এই নাটক অভিনীত হয়। বহু দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। এই ক্লাবে হালিদা এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন; ইহার পর এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে তাঁহাকে ক্লাবে এবং অন্যত্র নানা শ্রেণীর লোকের সামনে বহুবার বহু বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে হালিদা 'তুর্ক ওজাকে' শত শত লোকের সম্মুখে আর্ম্মেনিয়া-সমস্যা ও জাতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

সিরিয়ায়

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সময় জামাল পাশা সিরিয়ার ফরাসী ইস্কুল ও মঠগুলি রাজনৈতিক কারণে বন্ধ করিতে বাধ্য হন। সাধারণ শিক্ষা বিভাগের দ্বারা স্থাপিত ইস্কুলের সংখ্যা অপ্রচুর ছিল বলিয়া সিরিয়ার স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি ইস্কুল স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। জামাল পাশা হালিদার নিকট এক পত্র দেন যে তিনি নিজে তথায় যাইয়া কাজ আরম্ভ করিলে অথবা কর্ম্মী-শিক্ষক পাঠাইতে পারিলে খুব ভাল হয়। এই প্রস্তাবে হালিদার ভগ্নী নিগিআর হানুম স্বেচ্ছা কর্ম্মীরূপে কয়েকজন শিক্ষক সহ সিরিয়া যাত্রা করেন। নিগিআর হানুম ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গ্রাজুয়েট হন। তিনি নকীয়া হানুমের ইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। নিগিআর হানুম ছয় শ্রেণী বিশিষ্ট এক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ইহার পরে হালিদা জামাল পাশার আর এক পত্র পান। ইহাতে নকীয়া হানুমকে সঙ্গে লইয়া সিরিয়া যাইয়া অবস্থা বুঝিয়া দামস্কস, বয়রুত, এবং লেবাননে আরও অধিক সংখ্যক ইস্কুল নির্ম্মাণের প্ল্যান (plan) তৈয়ার করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। এবার হালিদা নকীয়া হানুমকে সঙ্গে লইয়া সিরিয়া গমন করিলেন। তাঁহারা সিরিয়ার ইস্কুল গুলি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে রিপোর্ট দেন তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

'বয়রুত, লেবানন এবং দামস্কাসকে একসঙ্গে লইয়া বয়রুতে একটী

সাধারণ কলেজ ও নর্ম্মাল ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে ছয় শ্রেণী সম্বলিত একটী করিয়া আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে। এখানে কলেজ ও নর্ম্মাল ইস্কুলের জন্য ছাত্র তৈয়ার হইবে। তুর্কী, আরবী এবং ফরাসী এই তিনটী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে'।

হালিদা সিরিয়ায় মহাত্মা ঈসার কর্ম্মক্ষেত্র, হজরত ওমরের মসজিদ প্রভৃতি নানা প্রাচীন দৃশ্য এবং লেবাননস্থিত আইনতুরা নামক স্থানের এতীমখানা দর্শন করেন। একবার এক জর্ম্মাণ হাওয়া-কর্ম্মচারী এর-লিঙ্গর (Erlinger) এর সঙ্গে হালিদা এরোপ্লেনে উঠিয়া মরুভূমির দৃশ্য দেখিতে গিয়াছিলেন। সিরিয়ার বহুলোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ও ভাবের আদান প্রদান হয়। পরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে ফিরিয়া আসেন।

দ্বিতীয় বার

ফিরিয়া আসিয়া হালিদার মন বড় অশান্ত হইয়া উঠিল। মহাযুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্যে কি হইবে এবং জগতের বিভিন্ন জাতিরই বা কি হইবে —এত লোকক্ষয়, এত রক্তপাত—এসব ভাবিয়া হালিদা কোন কূল কিনারা পাইলেন না। লিখিবার মতও তাঁহার মানসিক স্থৈর্য্য ছিলনা। এই সময়ে আবার জামাল পাশার পত্র আসিল যে আইন তুরা এতীমখানাসহ সিরিয়ার ইস্কুলগুলি সুগঠিত করিবার জন্য তাঁহার তথায় উপস্থিত হওয়া দরকার। হালিদা ইস্কুলগুলি সুনিয়ন্ত্রিত করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। আইনতুরা এতীমখানার জন্য একজন উপযুক্ত ডাইরেক্টর নিযুক্ত করিয়া নিজে পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করিলেন। লেবানন ও দামস্কাসে আধুনিক ধরণের ছয়শ্রেনীর দুইটী প্রাথমিক বোর্ডিং-ইস্কুল খোলা স্থির হইল। যাইবার সময় এই দুই বিদ্যালয় এবং নর্ম্মাল ইস্কুলের শিক্ষকতার জন্য ৫০ জন স্ত্রীলোক ও কয়েকজন পুরুষ সঙ্গে লইয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই হালিদার ছাত্র ও ছাত্রী ছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে হালিদা দ্বিতীয় বার সিরিয়া যাত্রা করেন।

সিরিয়া রওয়ানা হইবার দুই দিন পূর্ব্বে হালিদা পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্রুসা গমন করেন। এই সময় গলতা ষ্টেশনে এক ঘটনা ঘটে। যুদ্ধের সময় অনেকে বে-আঈনী ভাবে সোণা রপ্তাণী করিত। সেই জন্য ষ্টেশনে যাত্রীদের কাপড় চোপড় পরীক্ষা করিয়া

দেখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ষ্টেশনের একজন স্ত্রী ইনস্পেক্টর হালিদাকে পরীক্ষার জন্য তাহার আফিসের এক কামরায় লইয়া যায়। তথায় আরও এক জন পুরুষ উপস্থিত ছিল। পুরুষটীর সামনেই ইন্‌স্পেক্টর সাহেবা হালিদাকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হয়। হালিদা ধীর ভাবে তাহাকে বলেন যে পুরুষটীকে বাহিরে যাইতে হইবে। তাহাতে স্ত্রীলোকটী উত্তেজিত হইয়া বলে যে ইনি একজন উচ্চপদস্থ লোক, উঁহার সামনে পরীক্ষিত হওয়া গৌরবের কথা; তোমাদের—তুর্কী নারীদের ব্যবহার অসহ্য। তখন হালিদা উত্তর দেন—'আচ্ছা তবে তুর্কী নারীদের কাছে না ঘেঁসিলেই পার'। ইহাতে পুরুষটীও উত্তেজিত হইয়া বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলে "ইনি উচ্চবংশীয় অষ্ট্রিয়ান, এখানে হুকুমের ভার আমার উপর। সাবধান হইয়া কথা বলিও"। হালিদা সগর্ব্বে ও তেজস্বিতার সহিত উত্তর দেন, তুমি যদি স্বয়ং সুলতান হও, আর সে যদি অষ্ট্রীয়ার রাজ কুমারীও হয়, তবুও তুমি বাহিরে না গেলে আমার শরীর পরীক্ষা করিতে দিবনা।" ইহার পর ইন্‌স্পেক্টর সাহেবা বল প্রয়োগ করিয়া হালিদার কাপড় খুলিতে উদ্যত হয়। ইহাতে বীর-নারী হালিদা মাননীয় ইনস্পেক্টর সাহেবাকে সজোরে চপেটাঘাত করেন।

এই ব্যাপার, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-মূলক-বাক্যোচ্চারণ করা, অষ্ট্রিয়ার উচ্চবংশীয় ইনস্পেক্টারকে প্রহার করা, এবং আরও ইত্যাকার ভীষণ কাণ্ডের রূপ ধারণ করিয়া পুলিশের নিকট ইজহার রূপে উপস্থিত হয়। পরে পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া ত্রুটী স্বীকার করেন এবং গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে যে এরূপ অন্যায় ব্যবহার করা

হইতেছে তাহা তাঁহাদের গোচরীভূত করার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য যে কর্ত্তৃপক্ষ প্রকৃত ব্যাপার অবগত হওয়া মাত্রই উক্ত নিয়ম ও ইনস্পেক্টর পরিবর্ত্তিত হয়।

হালিদা দ্বিতীয় বার সিরিয়া পৌঁছিয়া শিক্ষার সুব্যবস্থা, নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন, বিদ্যালয় স্থাপন, গৃহ নির্ম্মাণ, প্রভৃতি নানা কার্য্যে এত ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে চা খাওয়ার সময় ছাড়া লোকের সহিত কথা বলিবার আর বিশেষ অবসর জুটিতনা। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রী যাহাতে নিজ দেশের ভাষা, সভ্যতা ও কর্ষণার ইতিহাস জানিতে ও শিখিতে পারে, সেবিষয়ে হালিদার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বাস্তবিক পক্ষে ফরাসী ইস্কুলের বালিকারা স্বদেশের কথা কিছুই শিখিতনা এবং নিজেদের মাতৃভাষাকে ফরাসীর তুলনায় অনুন্নত বলিয়া ঘৃণা করিত। নূতন ইস্কুল গুলিতে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আরবী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইল। হালিদা সেলাই এবং ফরাসী ও তুর্কী ভাষা শিক্ষার জন্যও ক্লাস খুলিয়া দিলেন।

আইনতুরা এতীমখানার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। আট শত বালক বালিকার মধ্যে পাঁচ শতের অধিক অসুস্থ ছিল। কোনরূপ কাজের শৃঙ্খলা ছিলনা। বিছানা গুলি ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত ছিল। প্রত্যেকের শরীরে ও বিছানায় ছারপোকা পূর্ণ ছিল। ডাইরেক্টর লুতফী বে এবং হালিদার চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে ঔষধপত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পূর্ণ ব্যবস্থা হইল। বড় বড় ছাত্রদিগকে বুনন্, সুতারী ও জুতা তৈয়ার শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল, দুই মাসের মধ্যেই তাহাদের সকলের জন্য যথেষ্ট জামা, জুতা, খাট এবং টেবিল প্রস্তুত হইয়া গেল। প্রতি দশজন ছোট ছোট বালক বালিকার তত্ত্বাবধানের

জন্য তাহাদের মধ্য হইতেই বড় একজন বালিকা 'আব্লা' নিযুক্ত হইল। তুর্কী ভাষায় 'আব্লা' বলিলে বড় ভগিনী বুঝায়। সে তাহার অধীনস্থ বালক বালিকাগণকে কাপড় পরা, স্নান করা, ক্লাসে যাওয়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার কার্য্যে সাহায্য করিত। এইরূপ প্রত্যেক ২৫জন বড় বড় বালকের উপর তাহাদের মধ্য হইতে একজন 'সার্জ্জেণ্ট' নিযুক্ত হইত। লেখাপড়া, শিল্প, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, খেলা, গান ইত্যাদি শিখিতে শিখিতে অতি আনন্দে ও স্ফূর্ত্তিতে সকলের সময় কাটিত। ক্রমে নর্দ্দমা, পানির কল, বৈদ্যুতিক আলো ইত্যাদির বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

হালিদা অনবরত অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেন। জুতা খুলিয়া চেয়ারে পা তুলিয়া একটু বসিবার অবসরও খুব কম জুটিত। নানাদিকে নানা বন্দোবস্তের ব্যস্ততার ভিতরে আবার প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় নির্ব্বাহ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য হেড্-কোয়ার্টারে ও প্রদেশে চিঠি পত্রের আদান প্রদান করিতে হইত। হালিদার চেষ্টায় এতীমখানা ও ইস্কুলের অশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সিরিয়ার সকলেই তাঁহার কার্য্য ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তথাকার আরব বন্ধুরা নানা প্রকার ফুল আনিয়া হালিদার কামরা বোঝাই করিয়া ফেলিতেন। কর্ত্তব্য শেষ হইলে তিনি সিরিয়াবাসীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশ্রুঝরার মধ্যে বিদায় লইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে ফিরিয়া আসিলেন।

মুমূর্ষু-তুরস্ক

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তুরস্কের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া হালিদার উদ্বিগ্নতার সীমা ছিলনা। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখে মুদ্রসের (Mudros) সন্ধি দ্বারা তুরস্ক মহাযুদ্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করে। ইহার পরেই মিত্রশক্তিদের প্রভুত্ব চরমে উঠিয়া যায় এবং তুর্কীরা, নর নারী নির্ব্বিশেষে ভীষণ ভাবে নির্য্যাতিত হইতে থাকে। ন্যায় ও মানবতার মাথা থাইয়া গ্রীক ও আর্ম্মেণিয়ানগণ যে অমানুষিক দানব লীলা আরম্ভ করিয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং ক্ষোভে মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে (১)। চোখের সামনে এই পৈশাচিক কাণ্ড দেখিয়া সুসভ্য ইংরেজ ও ফরাসী সরকার তাহা নিবারণের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা বরং পূর্ব্ব আনাতোলিয়ায় এক আর্ম্মেনিয়া সৃষ্টি ও স্মার্ণা অঞ্চলে গ্রীক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবার স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন।

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে আনাতোলিয়া অঞ্চলে কিয়াজিম কারা বাকির পাশা সৈন্য সংগ্রহ ও গঠন করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মিত্র শক্তি আর্ম্মেণিয়া সৃষ্টির চেষ্টা করিলে, তাহাতে প্রাণপণ বাধা প্রদান করা। মুদ্রস সন্ধির পর সুলতান ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করিবার

---

(১) হালিদা আদীব হানুমের Turkish Ordeal গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

জন্য দেশ ও জাতিকে পরিত্যাগ করিয়া মিত্র-শক্তির হাতের পুতুল সাজিয়াছিলেন। কিয়াজিম কারা বাকির পাশার বিদ্রোহ মূলক প্রচেষ্টা দমন করিবার জন্য স্থলতান ১৯১৯ সালের মে মাসে মুস্তফা কামাল পাশাকে প্রাচ্য সৈন্যের জেনারেল ইনস্পেক্টর স্বরূপ প্রেরণ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে দেশের মঙ্গলকামী প্রায় সমস্ত নেতা ও বিপ্লব-বাদীর সহিত হালিদার পরিচয় ছিল এবং জাতীয় দলের নেতাদের সহিত প্রত্যহ তিনি নানা বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কাজ করিতেন। এই সময়ে দেশের নানা স্থানে বহু সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'কারা কোল' বা 'রক্ষক' নামক গুপ্ত সমিতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। হালিদা এই সমিতির সভাপতি কারা ওয়াসিফ বের সহিত পরামর্শ করিয়া জাতির সেবায় সমিতির উদ্দেশ্য এই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন যে তুর্কী সংখ্যাধিক্য বিশিষ্ট জেলা গুলির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। মিত্র শক্তি ভাগ বণ্টন শুরু করিলে, তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য জন সাধারণকে প্রস্তুত করিয়া রাখাই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যুবকগণ দলে দলে আনাতোলিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ১৬ই তারিখে মিত্র-শক্তির রণ পোতের সম্মুখে গ্রীক সৈন্য স্মার্ণা অধিকার করিবার জন্য অবতরণ করে। গ্রীকদের এই সময়কার দানবিক আচরণের কথা বর্ণনা করিতে লেখনী অশক্ত। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্মার্ণা পুনরুদ্ধার পর্য্যন্ত হালিদার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ছিলনা। তিনি দেশ ও জাতির ভিতরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। এই জাতীয় সঙ্কট কালে হালিদাকে অনেক বড় বড় সভায় বর্ত্তৃতা দিতে

হইয়াছিল। তখনকার দিনে জাতির হতাশ প্রাণে এই প্রেরণাময়ী নারীর বাক্যে আশার সঞ্চার হইত। বালিকা কলেজে শিক্ষা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দান কালে তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'যে শিক্ষা মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারের উৎকর্ষ সাধন করেনা সে শিক্ষার কোন সার্থকতা ও মূল্য নাই'। 'ওজাক' হইতে হালিদাকে বক্তৃতার জন্য টেলিফোন যোগে নিমন্ত্রণ করা হয়। ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান গুলি ইহাতে যোগ দিয়াছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল স্মার্ণার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা। এই সভায় ৫০,০০০ লোক যোগদান করিয়াছিল। সমবেত ভাবে সকলে এই সভার পক্ষ হইতে সুলতানের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া তাঁহাকে জনসাধারণের পক্ষ অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করিতে প্রস্তাব করেন। সুলতানের নিকট এই অনুরোধ জানাইবার জন্য দুইজন ছাত্র ও হালিদা আদীব হান্নুম প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। সুলতান অসুস্থতা নিবন্ধন সাক্ষাৎ করিতে অপারগ হইয়া বলিয়া পাঠান যে ছেলেদের ইচ্ছা তিনি বিবেচনা করিবেন।

ইহার পর হায়দর পাশার ডাক্তারী ইস্কুলের ছাত্রগণ আর এক বিরাট প্রতিবাদ সভা আহবান করেন। 'সুলতান আহমদ' নামক স্থানে এই সভার অধিবেশন হয়। এখানে Staff officer দের মতে হালিদা দুই লক্ষ সমবেত তুর্কীকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রেরণা দান করেন। হালিদার ইঙ্গিতে সমস্বরে সমবেত লোক তিন বার প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহারা ন্যায় ও মানবতার নীতি পালন করিবেন এবং—কিছুতেই পাশবিক শক্তির নিকট মাথা নত করিবেন না। এই সময় মন্ত্রমুগ্ধ জন-সমুদ্রের উপর মিত্র শক্তির এরোপ্লেন শূন্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহাড়া দিতেছিল।

হালিদা হান্নুম

ইতিপূর্ব্বেই তৌফীক পাশা পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে দেশবাসী ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। এই বিষয়ের আলোচনার জন্য ৩৫টী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ সমবেত হন। তাঁহারা স্থির করেন যে পুনরায় পার্লিমেণ্ট খুলিবার জন্য ১১ জন নির্ব্বাচিত লোক একযোগে কার্য্য করিবেন। এই ১১ জনের মধ্যে হালিদা আদীব হান্নুমও ছিলেন একজন। ইহার পরই National Block সমিতির এক বৈঠক হয়। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি কীর্ত্তি-গৌরব মণ্ডিত ৩০ জন বিশিষ্ট তুর্কী সন্তান লইয়া এই সমিতি গঠিত ছিল। হালিদা অনুরুদ্ধ হইয়া এই সমিতির বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। এখানেও অনেক আলোচনার পর স্থির হয় যে দুই জন প্রতিনিধি যাইয়া সুলতানকে পুনরায় পার্লিমেণ্ট খুলিতে অনুরোধ করিবেন। মৃত-প্রায় জাতিকে সঞ্জীবিত করিতে হালিদার এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দেশবাসীর উপর তাঁহার বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করিয়া মিত্র শক্তির পক্ষ হইতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার প্রস্তাব হয়। চারিদিকে গুজব রটিয়া যায় যে হালিদাকে বন্দী করা হইয়াছে।

তুরস্কের নব-জীবন

মুস্তফা কামাল পাশা ১৬ই মে তারিখে আনাতোলিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই আঙ্গোরার বিংশ-সেনাদলের নেতা আলী ফুয়াদ পাশা এবং আর্জরুমের নবম সেনাদলের নেতা কিয়াজিম কারা বাকির পাশা ও রৌফ বের সহিত যুক্তি করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। কর্ণেল রফাত এবং লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল মুহম্মদ আরিফ কামাল পাশার সঙ্গে গমন করেন। মুস্তফা কামাল পাশা আঙ্গোরা পৌঁছিয়া হালিদা আদীব প্রমুখ জাতির মুক্তিকামী সহযোগীগণের সহিত নানা গুরুতর বিষয়ে পত্র ব্যবহার দ্বারা পরামর্শ করিতেন। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ স্থলতানের গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে বিদেশী শাসনাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। তুর্কীজাতি বিদেশী-প্রভুত্ব বিদূরিত করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়া নানা প্রতিষ্ঠান দ্বারা তুমুল আন্দোলন ও কার্য্য আরম্ভ করিল। মুস্তফা কামাল পাশার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া স্থলতানের যুদ্ধ-মন্ত্রী তাঁহার পরিবর্ত্তে কিয়াজিম কারা বাকির পাশাকে পূর্ব্ব-আনাতোলিয়ার সামরিক শক্তির ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল নিযুক্ত করিয়া মুস্তফা কামাল পাশা এবং রৌফ বেকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ করেন। কিয়াজিম কারা বাকির পাশা ইস্তাম্বুলের এই হুকুম অন্যায় মনে করিয়া তাহা অমান্য করিলেন। এবং মুস্তফা কামাল পাশাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়া, তাঁহারই আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। মুস্তফা কামাল পাশাও স্থলতানী-সৈন্য-বিভাগের চাকুরী ইস্তাফা দিলেন। এইরূপে তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় হিজরত

এই সময় হালিদা শত বিপদ ও শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ করিয়া মিত্র শক্তির সতর্ক সজাগ পাহাড়া এড়াইয়া সুরক্ষিত রাস্তাঘাটের ভিতর দিয়া ছদ্মবেশে ইস্তাম্বুল হইতে সুদূর আঙ্গোরায় গমন করেন। এই ভ্রমণ ব্যাপারে তাঁহার অসীম সাহস, অদম্য উৎসাহ, অসাধারণ ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা, অতুলনীয় বুদ্ধি-প্রাখর্য্য এবং অবর্ণনীয় উপস্থিত-বুদ্ধির কথা পাঠ করিলে, তাহা বাস্তব বলিয়া মনে হয় না, বরং কাল্পনিক উপন্যাসের কহিনী বলিয়াই ধারণা জন্মে (১)। রণক্লান্ত তুর্কী জাতির প্রাণে সঞ্জীবনী-সুধা ঢালিবার জন্য আঙ্গোরায় এই প্রেরণাময়ী নারীর প্রয়োজন ছিল। তুর্কীদের এই নব-জীবন লাভের যুগে হালিদা আদীব হানুম ফ্রান্সের জ্যাঁ দার্ক (Jeanne d'Arc) এর সহিত তুলনীয়। এই সময়ে মহাবীর ও রাজনীতিক ইস্‌মত পাশা, বিচক্ষণ রাষ্ট্রজ্ঞ ডাক্তার আদ্‌নান এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আঙ্গোরা গমন করেন। এই সময় জাতীয় দলের কোন ব্যক্তিকে কেহ আশ্রয় দিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া মিত্র শক্তির পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। আঙ্গোরা গমন কালে এরূপও গুজব রটিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি হালিদা ইত্যাদির ঠিকানা বলিয়া দিতে পারিবে, সে পাঁচ শত ইংরেজী পাউণ্ড পুরস্কার পাইবে।

(১) হালিদা Turkish Ordeal গ্রন্থে তাঁহার আঙ্গোরা গমন বৃত্তান্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আঙ্গোরা যাত্রাকালে মিষ্টার চার্লস ক্রেন (Mr. Charles Crane) নামক একজন আমেরিকান ভদ্রলোককে তাঁহার হিজরতের কথা অকপটে খুলিয়া বলিয়া তাঁহার সন্তান দুইটিকে আমেরিকায় লইয়া গিয়া রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষাদান করিতে অনুরোধ করিয়া যান।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইস্তাম্বুলে যে কিং-ক্রেন (King-Crane) কমিশন আসে, ইনি তাহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। কার্য্যোপলক্ষে হালিদাকে এই কমিশনের নিকট দোভাষীর কার্য্য করিতে হয় এবং সেই সময়ে ক্রেন সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ক্রেন সাহেব তখন ছয় জন তুর্কী বালক বালিকা ছাত্ররূপে আমেরিকায় পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে হালিদার অনুরোধ ব্যর্থ হয় নাই। ক্রেনসাহেব তাঁহার সন্তান দুইটীকে পরম যত্নের সহিত লইয়া গিয়া তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সম্যক্ ব্যবস্থা করিয়া দেন।

হালিদা আঙ্গোরার পথে আকহিসারে একঘণ্টার জন্য থামিয়া ইস্তাম্বুলের 'য়েণীগুণ' পত্রিকার সম্পাদক য়ূনুস নদীব বের সহিত জাতীয় দলের মুখপত্র স্বরূপ আনাতোলিয়ায় একখানা পত্রিকা বাহির করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং আরও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করেন। নদীব বেও এই একই উদ্দেশ্য লইয়া ইস্তাম্বুল হইতে আনাতোলিয়ায় আসিয়াছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে হালিদা জাতীয় আন্দোলনের কাবা ভূমি আঙ্গোরায় উপস্থিত হন। ষ্টেশনে পৌছিবা মাত্র মুস্তফা কামাল পাশা নিজে হাত ধরিয়া তাঁহাকে রেলগাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন; এবং আমীন বের স্ত্রী দীদার

হালিদা হান্নুম

হান্নুম হালিদার অভ্যর্থনা ও সেরাত্রিতে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ জন্য নিমন্ত্রণ করিতে উপস্থিত হন। ষ্টেশনে বিরাট জনতা। এদিকে য়ুনুস নদীব বে আসিয়া জানাইলেন যে ষ্টেশনে বক্তৃতা হইবে। হাজার ক্লান্তি লইয়াও হালিদা তাঁহার প্রিয় ভাইদের আবদার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তুর্কীজাতি গুণের আদর করিতে জানেন। হালিদার সম্মান করিতে তাঁহারা কখনও কার্পণ্য করে নাই। আনাতোলিয়ায় "হালিদা আদীব সমষ্টি" (Halide' Edib Group) নামে এক কর্ম্মীদল গঠিত হইয়াছিল এবং 'কিরসুন্দ' (Kire sund) নামক স্থানে 'হালিদা-হাতূন' নামে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

নূতন কর্ম্মকেন্দ্র

আঙ্গোরার ৬ কিলোমিটার উত্তরে একটী পাহাড়ের উপর জাতীয় দলের হেড্‌কোয়ার্টার স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা একটি পরিত্যক্ত কৃষি ইস্কুল। কে জানিত যে এইস্থানে এক নূতন গবর্ণমেণ্ট এবং নূতন গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইবে? হেড কোয়ার্টারে গিয়া মুস্তফা কামাল পাশার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আন্তরিকতার সহিত হালিদার কর-চুম্বন করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন। হালিদা প্রথমেই সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থার কথা তোলেন। য়ুনুস নদীব বের সঙ্গে এ সম্বন্ধে যে সব কথা হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন যে নদীব বের সঙ্গে তিনি ইহার ভার লইবেন। হালিদা আঙ্গোরা আসিবার সময় জাতীয় দলের কার্য্যের উদ্দেশ্য ও গতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা এবং অসুবিধার কথা মুস্তফা কামাল পাশাকে জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে, যে সমস্ত স্থানে টেলিগ্রাফ আফিস আছে তথায় সংবাদ প্রেরণ করিবেন; সংবাদ কাগজে লিখিয়া মস্‌জিদ ও টেলিগ্রাফ আফিসের দেওয়ালে লাগাইয়া দেওয়া হইবে; ইহাতে নিজেদের ভিতরে প্রকৃত তথ্য প্রচারিত হইবে এবং ইহার দ্বারা বহির্জগতের দৃষ্টি ও আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শক্তিপুঞ্জ ও জগতের চিন্তার গতি বুঝিবার জন্য অবিলম্বে ইংরেজী ও ফরাসী কাগজ রাখিতে হইবে। Times, Manchester Guardian এবং Daily Herald পত্রিকার নাম উল্লেখ হইল। কারণ, এই তিনখানা কাগজ, তিনটী বিভিন্ন রাজনৈতিক

দলের মুখপত্র। Daily Chronicleও রাখা দরকার, কারণ, উহা মিষ্টার লয়েড জর্জ্জের মতামত ব্যক্ত করে বলিয়া প্রকাশ।

এই সময়ে য়ূনুস নদীব বে 'হাকিমিয়তে মিল্লিয়া' নামে এক পত্রিকা বাহির করিতেছিলেন। মুস্তফা কামাল পাশা হালিদাকে ইহাতেও সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। হালিদা একজন 'টাইপ রাইটারে'র প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। হালিদা আঙ্গোরা পৌঁছিবার পঞ্চমদিনে হেডকোয়ার্টারে নিয়মিতরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। এখানে তিনি ইংরেজী কাগজগুলির অনুবাদ করিতেন, তাহার বিশেষ মতগুলি নোট করিতেন, এবং মুস্তফা কামাল পাশার সেক্রেটারী হায়াতী বের দেওয়া তারের সংবাদগুলি পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেন। আনাতোলিয়ার মুখপত্রের জন্য হালিদা সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, য়ূনুস নদীব বের 'হাকিমিয়ত' পত্রিকা পরিচালনে সাহায্য করিতেন এবং হেড্‌কোয়ার্টার মুস্তফা কামাল পাশার প্রয়োজন মত অন্য লেখা-পড়ার কার্য্য করিতেন। আবদুর রহমান নামে আলীগড় কলেজের একজন আফগান যুবক এই সময়ে টাইপ-লেখা প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যে হালিদার সাহায্য করিতেন রাত্রিতে আহার কালে মুস্তফা কামাল পাশা, ডাক্তার আদ্‌নান, ইস্‌মত পাশা প্রভৃতি আন্দোলনের বিশিষ্ট নায়কগণ আসিয়া জুটিতেন। কামাল পাশা খাইবার সময় নানা বিষয়ের আলোচনা ও গল্প করিতেন। আহারান্তে আবার সে রাত্রের গুরুতর কার্য্যাদি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সকলে কেন্দ্রীয় মহলে সমবেত হইতেন।

হালিদা আঙ্গোরা পৌঁছিবার কিছুদিন পূর্ব্বে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে, ইংরেজ সৈন্য কৌশলে কনষ্টান্টিনোপল নগর

অধিকার করিয়া লয়। ইহার পূর্ব্বেই বিচক্ষণ রাজনৈতিকগণ এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। কারা ওয়াসিফ বে মুস্তফা কামাল পাশার নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে একথার উল্লেখ ছিল। পত্রে আরও লিখিত ছিল—"খুব সম্ভব পার্লিমেণ্ট ভাঙ্গিয়া যাইবে। তখন আপনার নেতৃত্বে আনাতোলিয়ায় এক অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠিত করিতে হইবে; এই নূতন গবর্ণমেণ্ট তৈয়ার করিতে যে সমস্ত লোকের দরকার, তাঁহাদের নাম জানাইলে তাঁহাদের নিরাপদে ও সময়মত আনাতোলিয়ায় পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিব।" কিন্তু কামাল পাশার উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই আশঙ্কিত ঘটনা ঘটিয়াছিল। তবে আরও অনেক স্বদেশভক্ত স্বাধীনতাকামী বীর-তুর্কী সন্তান আঙ্গোরায় পৌঁছিয়াছিলেন। এই সময়ে আনাতোলিয়ার গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে গঠিত ও চালিত হইবে তাহা লইয়া বহু আলোচনা ও বিবেচনার পর এক খসড়া তৈয়ার হয়। ইহাতে কামাল পাশার মতই শেষ পর্য্যন্ত বজায় ছিল। সব কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি এক বিস্তৃত অভিভাষণ প্রস্তুত করেন। বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বদিন মুস্তফা কামাল পাশা হালিদাকে তাঁহার নিজ পাঠাগারে যাইয়া লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিতে বলেন। সেইদিন কামাল পাশা, হালিদা আদীব হান্নুম এবং হক্কী বহীজ বে এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা পাঠ ও আলোচনা করিয়া সারা দিন অতিবাহিত করেন। তিনজনে বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি পাঠে রত আছেন এমন সময় আমেরিকার চিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকার পক্ষ হইতে উইলিয়ম নামে একজন তরুণ সাংবাদিক আঙ্গোরা আসিয়া কামাল পাশার সহিত সাক্ষাৎ করেন। হালিদাকে তাঁহাদের মধ্যে দোভাষীর

কার্য্য করিতে হয়। আমেরিকান মেহ্‌মান, কামাল ও হালিদা উভয়ের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করেন। ফিল্‌ম বড় করিবার সময় হালিদার ছবি কামাল পাশার পিছনে উঠিয়া যায়। উইলিয়ম সাহেব তাহা হালিদাকে দেখাইয়া হাসিয়া বলেন যে আপনি কামালের পিছনের নারী (The woman behind Kemal)। পরে আমেরিকার কয়েক খানা পত্রিকায় এই ছবি 'কামালের পিছনের নারী'—পরিচয় লইয়া প্রকাশিত হয়।

প্রাণদণ্ডের আদেশ

এই সময়ে কনষ্টাণ্টিনোপলের স্থলতানের আদেশে কুর্দ মুস্তফা পাশার বিশেষ বিচারে মুস্তফা কামাল, ডাক্তার আদ্‌নান, কারা ওয়াসিফ এবং হালিদা আদীব প্রভৃতি সাতজনের প্রতি বিদ্রোহী ও দেশত্যাগী অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। শয়খুল ইস্‌লাম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই আদেশ পত্র স্বাক্ষরিত করেন। এই হুকুম নামায় এক সময়ের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্চাত্য সাহিত্যের অধ্যাপক হালিদাকে স্থলতানের শাসনের বিরুদ্ধে তুর্কীজাতিকে বিদ্রোহী করিয়া তোলা এবং সমগ্র দেশে সামাজিক বিপ্লব ও রক্তপাতের স্থষ্টি করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই ঘোষণা 'আঁত আঁত লিবারল' (Entente Liberale) দলের কাগজ 'পয়ামে স্থব্‌হ্‌' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সফবত বে এই পত্রিকাখানা আনিয়া হালিদার হাতে দেন। তিনি সবেমাত্র ইস্তাম্বুল হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "আপনার বাসবাড়ী গমর্ণমেণ্ট অধিকার করিয়াছেন এবং আপনাদের মাথার জন্য বড় রকমের পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। এই সংবাদে স্বাধীনতার মূর্ত্ত-প্রতীক হালিদা ভাবিয়াছিলেন শুধু তাঁহার সাধের পুস্তকগুলির কথা—যাহা ক্রমে ক্রমে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হাতে কতলের হুকুম লইয়াও তিনি স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ। ছেলেদের কথা ভাবিবার তাঁহার অবসর কোথায়?

জাতীয় মহাসভা

এই চরম দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিয়া বিকাল বেলা সকলে বসিলেন নূতন জাতীয় সভার নাম করণের জন্য। স্থির হইল "বুয়ুক মিল্লৎ মজ্‌লিসী" অর্থাৎ জাতীয় মহা-সভা। ১১ জন সভ্য লইয়া মন্ত্রণা সভা (Cabinet) এবং মুস্তফা কামাল পাশার জাতীয় মহাসভার সভাপতি হওয়া স্থির হইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে জাতীয় মহা সভার প্রথম অধিবেশন হইল এবং সমস্ত সভ্য গণের দায়িত্বের উপর গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। মুস্তফা কামাল পাশা তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তুত অভিভাষণ পাঠ করিয়া বিস্তৃত ভাবে সকল কথা উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন। Foreign Commissariat স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত হালিদার ক্ষুদ্র অফিসেই বৈদেশিক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। অবিরত বসিয়া বসিয়া টাইপকরা ও দলিলাদি নকল করার অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে হালিদা পিঠে ব্যথা অনুভব করিতেন।

মিথ্যা রটনা

এইরূপ কার্য্য করিয়া একদিন সন্ধ্যার পরে চেয়ারে বসিয়া হালিদা হানুম বিশ্রাম করিতেছেন, আর সকলে কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় ইস্তাম্বুলের কাগজে প্রকাশিত এক কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদের উপর মুস্তফা কামাল পাশার দৃষ্টি পড়িল। একজন তাহা হালিদাকে পড়িয়া শুনাইলেন। লেখা আছে যে আনাতোলিয়ার মন্ত্রণা সভায় (Cabinetএ) হালিদা আদীব হানুম শিক্ষা মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল ইংরেজাশ্রিত কনষ্টান্টিনোপল গবর্ণমেণ্টের কারসাজী। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে নারী শিক্ষা মন্ত্রী হইয়াছে ইহা শুনিলে ধর্ম্মভীরু মুসলমানেরা আঙ্গোরার কার্য্য পদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে হালিদা প্রণীত—Turkish Ordeal (১) গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"It was announced that my name appeared in the list of members of the Anatolian Cabinet as that of the mininster of education, and there were added some caustic remarks meant to arouse the suspicions of the fanatical Moslem East : a rebel, an outlaw, and a woman to be a cabinet minister ! And the fanatical Moslems used it with such enthusiasm that the sham

---

John Murray, Albemarle street, London 1928

title stuck to me, and I have been unable to shake it off." অর্থাৎ ঘোষিত হয় যে আনাতোলিয়ার মন্ত্রণা সভার সভ্যদের তালিকায় শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে আমার নাম প্রকাশিত হইয়াছে; ধর্ম্ম-পাগল মুসলিম প্রাচ্যকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার জন্য বিদ্রোহী, নির্ব্বাসন-দণ্ডিত, একজন নারী মন্ত্রণা সভার সভ্য!—ইত্যাদি বিদ্রুপাত্মক কথাও তাহাতে সন্নিবেশিত হয়। ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানেরা এত আগ্রহের সহিত এই ভিত্তিহীন আখ্যার ব্যবহার করিয়াছে যে আমি তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।

এই বিষয়টীর ভালরূপ প্রতিবাদ হয় নাই বলিয়া ভারতীয় নানা ভাষার পত্রিকা ও পুস্তকে হালিদাকে বহুবার শিক্ষামন্ত্রী ভাবে পরিচিত করান হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। অধ্যাপক আর্ণল্ড জে, টয়নবী তাঁহার Turkey গ্রন্থের ২৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়ছেন—In view of a frequent mis-statement appearing in many recent books and articles on Turkey, to the effect that Khalida Khanum was Minister of Education in the first Turkish Cabinet, it may be pointed out here that, on her own statement, she never held that position, but was stated to have done so by the Constantinople Government, which wanted to injure the Nationalists' prestige by spreading the report that they had appointed as Minister a woman who had previously been condemned to death as a rebel. অর্থাৎ তুরস্ক সম্বন্ধীয়—বর্ত্তমান অনেক পুস্তকও প্রবন্ধে খালিদা

খানুম তুর্কীদের প্রথম মন্ত্রণা সভায় শিক্ষা-মন্ত্রী হইয়াছেন এই মর্ম্মে একটী মিথ্যাকথা বারবার প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার নিজ বর্ণনা অনুসারে তিনি কখনও উক্ত পদে বরিত হন নাই, অথচ কনষ্টান্টিনোপল গভর্ণমেণ্ট এই ভিত্তিহীন কথা ঘোষণা করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল—বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত একজন নারীকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছে—এই অপবাদ দিয়া জাতীয় দলের মর্য্যাদা হানি করা।

এই টয়নবী ও তাঁহার সহযোগী অধ্যাপক লিবিয়র সম্বন্ধে হালিদা Turkish Ordeal গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—……"Professor Albert H. Lybyer and Professor Arnold J. Toynbee are the two most dependable and fair minded writers on the impossibly difficult tangle of Near East."—অধ্যাপক আলবার্ট এইচ লিবিয়র এবং অধ্যাপক আর্ণল্ড জে টয়নবী এই দুইজন লেখক 'নিকট প্রাচ্যের' অসাধারণরূপ জটিল সমস্যা সম্বন্ধে খুব নির্ভর যোগ্য ও ন্যায়বাদী।

ঘনীভূত নৈরাশ্য

এদিকে তুর্কীর স্বাধীনতার আশা-কিরণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতে লাগিল। স্থলতানের গবর্ণমেণ্ট নানা স্থযোগে জাতীয় আন্দোলন দমন করিতে প্রয়াস পাইতে ছিল। ইংরেজগণ ইস্তাম্বুল দখল করিয়া নানাভাবে তুর্কীদিগকে নির্য্যাতন করিতেছিল। ফরাসীরা কিলিকিয়া দখল করিয়া আর্ম্মেনিয়ান সৈন্য পাঠাইয়া তুর্কীদের উপর ভীষণ জুলুম করিতেছিল। গ্রীকগণ ইউরোপের উৎসাহে ও সাহায্যে স্মার্ণার নানাদিকে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, তুর্কীদের বাড়ী ঘর, আসবাব পত্র, জ্বালাইয়া দিয়া, লুট পাট করিয়া, নারীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া নিজেদের সভ্য মানসিকতার ও উদার মানবতার পরিচয় দিতে ছিল। তুর্কী সৈন্যদের মধ্যে ও বহুদল জাতীয় দলের বিরুদ্ধে খিলাফতী সৈন্যের সহিত যোগ দিয়াছিল। অনেকে আবার দোদুল্যমান ছিল—জাতীয় দলে যোগ দিবে, কি বিদেশীর হাতের পুতুল স্থলতানের পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। চারিদিকে বিদ্রোহ, প্রতিদিন জিলার পর জিলা জাতীয়দলের বিপক্ষে দাঁড়াইতেছে। দুই এক স্থানে জাতীয়দলের সৈন্যগণও জয়লাভ করিতেছে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত; জাতির স্বাধীনতা অন্ধকারে; নিজেদের জীবন বিপন্ন; খাটুনিও অত্যন্ত অধিক। সারারাত বিনিদ্র অবস্থায় কাজ করিয়া কাটাইতে হয়। সকালে কয়েক ঘণ্টা মাত্র ঘুম। ঘুমাইতে যাইয়াও শান্তি নাই;

কখন যে স্থলতানী দলের সৈন্য আসিয়া সব শেষ করিয়া ফেলে! এই সময়ে সকলের মনেই সন্দেহ জাগিয়াছিল। বিপদ যদি বাস্তবিকই ঘনাইয়া আসে, আঙ্গোরা যদি পরিত্যাগই করিতে হয়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে তাহাও স্থির হইয়াছিল। প্রয়োজন বুঝিলে আঙ্গোরা হইতে সিবাস (Sivas) যাইতে হইবে। এই নৈরাশ্যের দিনে হালিদা বন্দুক ছোড়া শিক্ষা করেন। হেড্ কোয়ার্টারের নিকটেই একটা স্থানে তিনি গোলন্দাজী অভ্যাস করিতেন।

হেড কোয়ার্টারের কার্য্য কিছু কমিলে হালিদা সকাল বেলা তাঁহার প্রকৃতিগত প্রিয় কার্য্য সাহিত্য সেবা করিতেন আর বিকাল বেলায় ঘোড়ায় চড়িয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নানা দৃশ্য দেখিতেন।

হিলালে আহমর

ইন্-এউনুর (Inn Eunu) প্রথম যুদ্ধে কর্ণেল ইস্‌মতের নেতৃত্বে তুর্কীরা গ্রীকদিগের উপর জয়যুক্ত হইলে আঙ্গোরার হিলালে আহমর (Red Crescent) সমিতি এস্‌কি শহরের হাসপাতালে যাইয়া আহতদিগকে দেখিবার জন্য হালিদাকে অনুরোধ করেন। হালিদা আহতদের জন্য কতকগুলি সওগাত লইয়া যান। মূর্ত্তিমতী মমতার উপস্থিতিতে মুমূর্ষুদের মুখে হাসি ও প্রাণে আনন্দ দেখা দিয়াছিল। ইহার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ইন্-এইনুর দ্বিতীয় যুদ্ধেও তুর্কীরা জয়লাভ করেন। এই সময়ে আঙ্গোরার নারী সমাজ বিগত মহা যুদ্ধকালের মত হিলালে আহ্‌মরের এক নারী বিভাগ খুলিবার জন্য প্রস্তাব করেন। ইহার সমিতি গঠন লইয়া ইস্তাম্বুল ও আঙ্গোরার নারীদের ভিতরে এক গোলমাল উপস্থিত হয়। পরে হালিদার চেষ্টায় দুই দলের মিলন হইয়া যায়। সকলে একবাক্যে হালিদাকে সমিতির সভানেত্রী মনোনীত করেন। সমিতির কার্য্য চালাইবার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখন হালিদা এক বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া জলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়া সকলকে এই স্বাধীনতা সমরের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন এবং সমিতির কার্য্যের কথা বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতা বিশেষ কার্য্যকরি হইয়াছিল। সমিতির উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া সকলেই চারিদিকে প্রচারকার্য্যে যোগ দেন। ফলে আঙ্গোরার নারীদের নিকট

হইতেই এক হাজার পাউণ্ড চাঁদা উঠিয়াছিল। পুরুষদের দানের সমষ্টি সব মিলিয়া এক হাজার পাউণ্ড হইয়াছিল।

এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, জাতির এই অতি বড় দুর্দ্দিনে আনাতোলিয়ার নারীরা শুধু অর্থ সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধও করিয়াছেন। রহীমা নামে এক বীরনারী ১৯২০ সালে অসামান্য সাহস ও ক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া শত্রুদের সম্মুখ হইতে দুইজন আহত তুর্কীকে পিঠে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহাকে 'তায়্যার' (উড়োপাখী) উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। ওসমানিয়ার সুরক্ষিত ফরাসী হেডকোয়ার্টার আক্রমণকালে এই নারী পুরুষদিগকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন,—'আমি একজন নারী, আমি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছি, আর তোমরা পুরুষ হইয়া লুকাইয়া থাকিতে এবং মাটিতে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লজ্জাবোধ কর না?" ফরাসী হেড্‌কোয়ার্টারের দরজার সামনে রহীমা গুলির আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

হাসপাতালে সেবিকা

১৯২১ সালের ২রা জুন তারিখে এস্কি শহরের হাসপাতালে যাইয়া—হালিদা রীতিমত সেবিকার (nurse) কার্য্য আরম্ভ করেন। সেবিকার কার্য্যকালে তিনি বাস্তবিক 'তুর্কী-জননী' আখ্যার সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মায়ের মত, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনীত আহত সৈন্যদের রক্ত কাদা ধুইয়া বেণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেন। একভাবে থাকিতে থাকিতে কাহারও হাত পা লাগিয়া গেলে, আবার সরাইয়া যাহাতে একটু আরাম পায়, সেইরূপ করিয়া রাখিতেন। নানাভাবে সমবেদনা জানাইয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, উৎসাহ দিয়া, জীবনের আশা দিয়া, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন। নিজহাতে পানীয় মুখে তুলিয়া দিতেন। কাহার কি অভাব অভিযোগ তাহার সন্ধান নিতেন। ঘা ধুইয়া, বেণ্ডেজ বাঁধিয়া, আবার বিছানায় ঠিকভাবে শোয়াইয়া দিতেন।

হাসপাতালের কার্য্যকালে একদিন ইস্তাম্বুলের এক কাগজে তাঁহার প্রথম স্বামী সালেহ জকী বের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া হালিদার মনে অগনিত চিন্তা ও পুরাতন স্মৃতির আবর্ত্তন আসিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। ঠিক এই সময়ে এস্কি শহরের যুদ্ধে তুর্কীরা পরাজিত হইল। গ্রীকরা ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল ; চতুর্দ্দিকে ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। সংবাদ আসিল এস্কি শহর পরিত্যাগ করিতে হইবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক। যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হাসপাতালের আহত ও আশ্রিতদের সুব্যবস্থা করিয়া হালিদা আঙ্গোরায় ফিরিয়া আসিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে হালিদা

গ্রীকদের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য তুর্কীরা প্রাণপণে সাজসজ্জা করিতে লাগিল। গ্রীকদের সৈন্যসংখ্যা প্রায় একলক্ষ, আর তুর্কীরা মাত্র পঁচিশ হাজার। তাহাতেও আবার রসদপত্র, অস্ত্রশস্ত্র সব কিছুর অভাব। ১৯২১ সালের ৫ই আগষ্ট সকলে মিলিয়া মুস্তফা কামাল পাশাকে 'বাশা কমান্দান' (প্রধান সেনাপতি) নিযুক্ত করিলেন। হালিদা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নিজের প্রাণ দিয়া জাতির সেবা করিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। কামাল পাশার প্রধান সেনাপতি হওয়ার দুই সপ্তাহ অতিবাহিত না হইতেই হালিদা তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানান যে তিনি স্বেচ্ছাসেবিকা হইয়া যুদ্ধে যাইবেন। মুস্তফা কামাল পাশা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আহ্লাদের সহিত অতি সত্বর যাত্রা করিতে লিখিলেন।

যুদ্ধে যাইয়া প্রথমে ইসমত পাশার অধীন প্রথম বিভাগে (First Section) এ ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার কার্য্য স্থির হইল—তিনি বিভিন্ন সৈন্যদল, যুদ্ধের সহায়ক লোক, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জামের সংখ্যা বা পরিমাণ নির্ণয় করিয়া দৈনিক বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করিবেন। অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে তিনি প্রত্যহ এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। এইরূপে প্রস্তুত তালিকা প্রত্যহ বিকালে কামাল পাশার নিকট পেশ করিতে

হইত। পরে প্রথম বিভাগ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে কার্য্যের গুরুত্ব বাড়িয়া যাওয়ায় হালিদাকে দ্বিতীয় বিভাগে যোগ দিতে হইল। হালিদা—কর্পরাল (Corporal) হইলেন। এদিকে বিপদ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আঙ্গোরা বুঝি গ্রীকদের দ্বারা অধিকৃত হয়, এরূপ ভীতি অনেকের মনেই স্থান পাইয়াছিল। সময় একভাবে যায় না। সত্যকে লক্ষ্য করিয়া, ন্যায়কে আশ্রয় করিয়া একাগ্র চিত্তে সাধনা করিলে তাহা কখনও ব্যর্থ হয় না। তুর্কীদের জীবন-পণ রণ ও ব্যর্থ হইল না। সাকারিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধে গ্রীকগণ পরাস্ত হইয়া স্মার্ণার দিকে হটিয়া যাইতে লাগিল। পলায়নপর গ্রীকসৈন্য সামনে যাহা পাইয়াছিল তাহাই ধ্বংস করিয়াছিল; গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া গো অশ্বাদি হত্যা করিয়া গিয়াছিল।

ইসমত পাশার অনুরোধে হালিদাকে মধ্য আনাতোলিয়ায় গ্রীকদের নিষ্ঠুরাচরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিতে হয়। বাস্তবতা নির্ণয় করিতে তাঁহাকে অনেক স্থানে ঘুরিয়া অনেক কিছু দেখিতে শুনিতে হইয়াছিল। জ্ঞানের অফুরন্ত পিপাসা হালিদাকে শিক্ষা ও কর্ষণার দিকে সর্ব্বদা উৎকর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। যুদ্ধের মাঝেও তিনি আকশহরের চারিদিকের ইস্কুলগুলি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

একবার কায়সারিয়ার তুর্কী এতীমখানা লইয়া তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষ ও আমেরিকান নিয়ার ইষ্ট রিলিফ (নিকট প্রাচ্য সহায়ক আমেরিকান সমিতি) এর মধ্যে গোলমাল হয়। এতীমখানার পরামর্শ সভায় হালিদা একজন সদস্য ছিলেন। উভয়পক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া হালিদাকে কায়সারিয়া যাইয়া অবস্থা দেখিয়া রিপোর্ট দিতে হয়।

সাকারিয়া যুদ্ধে হালিদা উপস্থিত থাকায় তুর্কীরা শত অসুবিধার মধ্যেও বিজয়ী হইয়াছিল। তাই মুস্তফা কামাল পাশা স্মার্ণার অভিযানের সময়ও তাঁহার উপস্থিতি শুভ ও মঙ্গলসূচক মনে করিয়া তাঁহাকে যথাসম্ভব সত্বরে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য তার করেন। হালিদা আঙ্গোরা হইতে ইউনিফর্ম্ম লইয়া কোনিয়া অভিমুখে ছুটিয়া যান। হালিদার কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট কোন সীমা ছিল না। কোন সময়ে দোভাষীর কার্য্য করিতে হইত, কোন সময়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় সরকারী কাগজপত্রের অনুবাদের জন্য তাঁহাকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তোলা হইত, আবার আবশ্যকমত বিশেষ ঘটনা ও স্থান অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে তদসম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে হইত।

বিজয়িনীর সম্মান

যুদ্ধে তুরস্কের পূর্ণ বিজয় লাভ হইল। হালিদা আদীব হানুম মুস্তফা কামাল পাশার নিকট বিদায় লইয়া সাফল্যের আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়ে নগরী-কুল-রাণী কনষ্টান্টিনোপলে ফিরিয়া আসিলেন। বিদায় কালে মুস্তফা কামাল পাশা তাঁহাকে সার্জ্জেণ্ট মেজরের চিহ্ন ও নিজের কোট প্রদান করেন। এইরূপে তিনি তুরস্কের জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে এক ভীষণ বৈদ্যুতিক তুফানের অভিনয়ে সমস্ত জগতের শ্রদ্ধাপূর্ণ 'মারহাবা'র মধ্যে রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জীবনমরণ পরীক্ষায় তুরস্ক বাঁচিয়াছে। আঙ্গোরা তাহার তীর্থস্থান পবিত্র কর্ম্ম কেন্দ্র। সে এখন আবশ্যকমত প্রাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করিয়া পশ্চিম এশিয়ায় জ্ঞান ও আলোর দিকে পথপ্রদর্শক হইতে চলিয়াছে।

প্রাণীপ্রিয়তা

জীবে দয়া হালিদা আদীব হানুমের হৃদয়ের একটী অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাল্যকাল হইতেই তিনি কুকুর কোলে করিয়া আদর সোহাগ করিতেন; কোন প্রাণীর কষ্ট দেখিলে ব্যথিত হইতেন। আঙ্গোরায় ও তিনি কুকুর খুব ভালবাসিতেন। আঙ্গোরায় জিন ও য়োল্‌দাশ্ (সঙ্গী) নামক দুইটী কুকুর এবং সওদা (কাল) নামে একটী কুকুরী তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। জিনের পা পক্ষাঘাতে অবস হইয়া গিয়াছিল, বাঁচার কোন আশা নাই—অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে দেখিয়া একজন আর্দালী তাহাকে গুলি করিয়া মারে। প্রিয় কুকুরের এই শোচনীয় পরিনামে হালিদা আকুল ভাবে কাঁদিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় অশ্বগুলির মধ্যে 'দরুর' নাম উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য

সাহিত্যের দিকে, কবিত্বের দিকে, কাগজে কলমে মানব মনের নিভৃত চিরন্তন সত্য প্রকাশ করিবার দিকে, সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের বহিরাবরণের নীচে যে গুহ্য রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে তাহা জগতের সামনে খুলিয়া ধরার দিকে, হালিদা আদীব হানুমের প্রকৃতিগত ঝোঁক ও স্বভাবসিদ্ধ প্রেরণা তাঁহাকে নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে আজীবন জ্ঞান সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছে। তাঁহার রচনার প্রতিছত্র, প্রতিশব্দ স্বভাবজ চিন্তার গতির সহিত স্বতঃই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণনা কৌশল তাঁহার অসাধারণ। আয়নার মত স্বচ্ছ তাঁহার দৃশ্য গুলি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রধান প্রধান প্রাচীন ও বর্ত্তমান সাহিত্যের পূর্ণ অধিকার ও গভীর অন্তঃপ্রবেশ লইয়া তিনি যে বিষয়ে হাত দিয়াছেন তাহাই রূপ ও গন্ধ লইয়া ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হালিদার ইংরেজীতে মার্কিনত্বের গন্ধ আছে। সাধারণ পাঠকের নিকট তাঁহার লেখার অনেক ইংরেজী শব্দের আমেরিকার সহজতর বানান বেশ ধরা দিবে। তাঁহার ইংরেজীতে এই মার্কিনত্বের ছাপের কারণ যৌবনে তাঁহার মনের উপর আমেরিকান কলেজের প্রভাব।

হালিদার গ্রন্থাবলী

হালিদার লিখিত গ্রন্থমালার মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলির নাম আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি।

১। মাতা—(ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ)

২। জীর্ণ-মান্দর

৩। হান্দান—(উপন্যাস)

৪। হৃদয়ের ব্যথা—(উপন্যাস)

৫। নবীন তুরাণ—(রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বপ্নরাজ্য)

৬। যাদুর কূয়া—(গল্প)

৭। সবীয়ে তালিব

৮। ইশিলদাকের স্বপ্ন—(গল্প)

৯। কানানের মেষপালকগণ—(ক্ষুদ্র নাটক)

১০। আর্জরুমের এক নারী—(এক দুঃখিনীর জীবনকাহিনী)

১১। আগুনের জামা—(উপন্যাস)

১২। Memoirs of Halidè Edib.

(হালিদা আদীবের জীবনস্মৃতি)

১৩। The Turkish Ordeal (তুর্কীর পরীক্ষা)

১৪। Turkey Faces West (তুরস্কের প্রতীচী বরণ)

হালিদার Memoirs বা জীবনস্মৃতিতে তাঁহার প্রাথমিক জীবনের খুটিনাটী সমস্ত ঘটনা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা অতি মনোমুগ্ধকর

ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমেরিকার বার্ণার্ড কলেজ ও কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যাপক এডওয়ার্ড লিড্ আর্ল সাহেব বলেন"...which present a unique and charming picture of life in Turkey before the war." অর্থাৎ ইহাতে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেকার তুর্কী জীবনের এক অতুলনীয় ও মোহনীয় ছবি পাওয়া যায়।

The Turkish Ordeal বা তুরস্কের পরীক্ষা নামক গ্রন্থকে আমরা তাঁহার জীবন স্মৃতির দ্বিতীয় খণ্ড বলিতে পারি। ইহাতে তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার জীবন-পণ যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। নবীন তুরস্কের ইতিহাসের জন্য ইহা এক অফুরন্ত উপকরণ-ভাণ্ডার। বর্ত্তমান তুরস্কের যাঁহারা স্রষ্টা, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মজীবনের এক জীবন্ত এবং চাক্ষুশ ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে হালিদা লিখিয়াছেন—I would try to tell the story of Turkey as simply and honestly as a child, that the world might someday read it—not as a historical record nor as a political treatise, but as a human document about men and women alive during my own life time ; and I would write it in a language far better fitted to reach the world than my own. অর্থাৎ আমি শিশুর সরলতা ও সততা লইয়া তুরস্কের কথাগুলি বলিতে চাই ;—জগদ্বাসী কোন দিন তাহা পাঠ করিবে। ইহা ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রীয় গ্রন্থ হইবে না ; আমার জীবিত কালের নরনারীর মানবীয় লিখন রাখিয়া যাওয়াই

আমার উদ্দেশ্য। বিশ্ববাসীর সহজলভ্য হইতে যে ভাষা আমার মাতৃ-ভাষার চেয়ে সবদিকে বেশী প্রসস্ত, সেই ভাষায় ইহা লিপিবদ্ধ করিব।

অধ্যাপক এডওয়ার্ড মিড্ আর্ল--সাহেবের মতে Turkish Ordeal গ্রন্থখানি..."a history of the Nationalist Revolution based upon her own observation during the bitter years of struggle under Mustafa Kemal Pasha for the emancipation of Anatolia." অর্থাৎ আনাতোলিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কামাল পাশার নেতৃত্বে যে জাতীয় বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সঙ্কট কালের চাক্ষুশ ইতিহাস।

Turkey Faces West বা তুরস্কের প্রতীচীবরণ পুস্তকখানি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপক সাহেব বলিয়াছেন যে—"Madame Edib attempts in this book to tell the truth and nothing but the truth in frank and unashamed defense of her countrymen......Its account of the Nationalist movement, for example, is more detached, objective and reflective. It shows how deep-rooted in the past are some of the two revolutionary reforms of 1908—1909 and 1919-25. It makes persistent and salutary distinction between things essentially Ottoman and things essentially Turkish. It views modern Turky in world persfective—attributing the present dictatorship, in part at least, to a general post-war reaction against democracy as a

means of getting things done.” অর্থাৎ এই পুস্তকে আদীব হানুম প্রকাশ্য ও স্পষ্ট ভাবে স্বজাতির সমর্থন করিয়া প্রকৃত সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিলমাত্রও মিথ্যা বলেন নাই। ইহাতে বর্ণিত জাতীয় আন্দোলনের বিবরণ অধিকতর বিচ্ছিন্ন, বাস্তব ও সুচিন্তিত। ১৯০৮ হইতে ১৯০৯ এবং ১৯১৯ হইতে ১৯২৫—খৃষ্টাব্দের বিপ্লবজনিত সংস্কারের মধ্যে কতকগুলির বীজ যে সুদূর অতীতে উপ্ত হইয়াছিল এই গ্রন্থ পাঠে তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহাতে তুর্কী ও ওসমানীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দৃঢ় ও সারগর্ভ পার্থক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে; এখানে বর্ত্তমান তুরস্ককে বিশ্বের দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে এবং মহাযুদ্ধের পর কার্য্যসিদ্ধির উপায় স্বরূপ প্রজাতন্ত্রের সাধারণ প্রতিক্রিয়াই যে শাসন ব্যাপারে বর্ত্তমান একাধিপত্যের অন্ততঃ আংশিক কারণ, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও দেখান হইয়াছে। হালিদা বইখানি উৎসর্গ করিয়াছেন তুরস্কের পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট জাতি সমূহের তরুণদিগকে।

আগুনের জামা ঃ—ইহা তুর্কী ভাষায় লিখিত একখানি উপন্যাস। এই গ্রন্থখানি আনাতোলিয়ায় তুরস্কের জাতীয় আন্দোলন ও সমরের অতুলনীয় বাস্তব ছবি। ইহাতে বিয়ামী নামক এক ব্যক্তির মুখ দিয়া সবকথা বলান্ হইয়াছে। বিয়ামী যেন সাকারিয়া যুদ্ধের পর আঙ্গোরা হাসপাতালে আশ্রিত একজন আহত সামরিক অফিসার। তাহার মাথায় গুলি প্রবেশ করিয়াছে—এ পর্য্যন্ত বাহির করা হয় নাই। তাহার দুইখানি পা কাটিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাই সে মৃত্যু আসন্ন জানিয়া মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া যাইতেছে।

তুরস্কের বিখ্যাত কাগজ 'একদাম' এই পুস্তকের ভূয়সী প্রসংসা করিয়াছেন। মৌলবী গোলাম রব্বানী সাহেব ইহার উর্দু অনুবাদ করিয়াছেন। (১) ইহার আরবী এবং ইংরেজী অনুবাদ ও হইয়া গিয়াছে।

(১) প্রাপ্তিস্থান—সুফী প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোম্পানি লিমিটেড। পিণ্ডি বাহাউদ্দিন, পাঞ্জাব।

নিরপেক্ষ সমালোচক

সত্যপ্রিয়তা, স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতা হালিদার অস্থিমজ্জাগত। গ্রীকরা তুর্কীদের উপর যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, যেরূপ অন্যায় ভাবে রণশ্রান্ত তুরস্কের বুকের উপর গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপন উদ্দেশ্যে এক লক্ষ লোক লইয়া রক্ত-গঙ্গা বহাইয়াছে, সে অন্যায় অতিরঞ্জিত করা বা শত্রুর সৎকার্য্য গোপন করা অস্বাভাবিক নহে। মানুষের এদিকে দুর্ব্বলতা খুব বেশী কিন্তু হালিদার হৃদয় মন ইহার অনেক উপরে। গ্রীকদের খুটিনাটি উদারতার কথা তিনি খুটিয়া খুটিয়া লিখিয়াছেন। সাকারিয়া যুদ্ধের সময় তিনজন আহত তুর্কী সৈন্য রণক্ষেত্রে পরিয়াছিল। তাহাদের নড়া চড়া করিবার কোন শক্তি ছিল না। অন্বেষণ কারীরা তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই। তাহারা নিরুপায় অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময় একজন গ্রীক ডাক্তার তাহাদিগকে দেখিতে পান। তিনি তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের নিকট কিছু রুটী ও পানি রাখিয়া যান। হালিদা তাঁহার Turkish Ordealএ গ্রীক ডাক্তারের এই মহানুভবতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আবার তুর্কীদের দোষ ও অপরাধ তিনি কখনও গোপন করেন নাই। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দোষ ত্রুটী তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। খোদ কামাল পাশার কার্য্য, ব্যবহার ও শাসন নীতির দোষ দেখিলে তাহার তীব্র সমালোচনা করিতে এবং স্থান বিশেষে প্রতিবাদ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

পরিশিষ্ট

১। কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার গতি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

As a whole, 'college had a liberating effect upon me, giving me a much greater balance and opening up to me the possibility of a personal life with enjoyments of a much more varied kind. Some of the already strong tendencies of my thought also now found new vistas into wider paths.

I was most concerned with matters of religion, and I was in a questioning and critical mood in that respect. The reverent and emotional tendencies of my soul, and its absolute need of a spiritual reality higher than the human realities I had so far touched, was foremost. I had been hitherto a faithful Moslem in heart and practice, but I was not orthodox in mind. Somehow the Sunni teaching did not satisfy me ; and I believed, like Gazali, that the door of *ijtihad* (স্বাধীন চিন্তা) could not be closed against any one and that the mind could

not rightly be required to accept any barriers in its continual search for higher truths, which should properly strengthen rather than weaken its faith. I had an infinite longing for the infinite, in religious thought as in every other thought activity, and I was ready to refuse a salvation and felicity in which all mankind could not share. I would plunge into any kind of knowledge the pursuit of which was recommended by the extra-ordinarily free and tolerant spirit of Islam, which I felt to be struggling against the conventions and the secu-larization of the Sunni Church. The simple saying of Mohammad, "Search knowledge though it be in China." (the most improbable and remote region to an Arab's mind) I always regarded with reverence. I plunged into a passionate study of religious creeds, and strangely enough I felt charmed and soothed by reading of Buddha. This seemed to me to be the creed which came nearest to promising a universal happiness." (১)

২। পারস্য সাহিত্যের মোহনীয় শক্তি সম্বন্ধে হালিদা বলেন :—

"The philosophical and mystical beauty of Persian

(১) Memoirs. (1st. edition, 1926) Pp. 190-192 and 195.

literature with its exquisite delicacy of form made me feel that there is a spirituality and significance in form when it attains to the heights which it undoubtedly has in Persian literature. But its very perfection is a danger to any other literature and art which falls under its sway. It acts upon them very powerfully and always in the direction of destroying originality. The admirers and imitators of the Persian culture were entirely enslaved and chained by its form as well as by its spirit, and any slavery to form creates rigid and conventional artists." (১)

৩। ফরাসী সাহিত্য ও জোলার প্রভাব সম্বন্ধে হালিদা বলেন :—

—......"Its mere form, so inimitably beautiful, impressed me as something almost spiritual. Yet I did not linger long with the stylists. It was the French soul in its fastidious insistence upon beauty, and still more upon truth, which held me in subjection. Good old Daudet with his warm, loving, and tender soul I always adored,"......"Zola has remained as perhaps the most powerful educator of my soul." (২)

(১) Memoirs. (1st. edition, 1926) P. 183.

(২) Memoirs. (1st. edition, 1926) P. 208.

৪। সেক্‌স্‌পিয়র সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিতে গিয়া হালিদা লিখিয়াছেন ঃ—

"Shakespere with his amazing genius had created much of his own English, expressing psychological and philosophical complications of the subtlest order with words never before so employed......Shakespere, although more impersonal than any other human genius that I know, revealed the dominant personality of his mind to me. ...... He made me feel clearly that there s such a thing as a difference between man and woman in art, in religion, and in all forms of culture. I cannot say that one is higher than the other, but they are distinctly different. The highest art and the highest beauty may be revealed by persons of either sex indifferently. Genius is a divine gift which either a woman or a man may have ; and sometimes indeed it is a woman who may express the man's note in art while a man may express the woman's. It does not depend on their sex ; it depends on the quality of their souls.

For me, both our poet Suleiman Dede' and Jesus Christ in their sublime note of love strike the supreme

note of woman in religion and art; while Mohammad and Shakespere sound the highest note of man, or rather the male note in the same realms. It is strange to admit that what Mohammad gave me in religion, Shakespere gave me in art. There is no Christian feeling in Shakespere. He is a man, clearly chanting the creative manliness of his barbaric ancestors toning them down to the harmony, indeed bringing into formal beauty the chaotic ideas of their dreams and struggles, and painting them in terms with which every human being in every decade of history may become familiar.

Mohammad, though the last Semitic prophet, is not influenced in his soul to any great extent by the series of prophetic predicessors who left behind them their tradition and their prophetic art. Though somewhat impressed by the organising power and the manly capacity of Moses, he is otherwise but little touched by the Jewish art in the Old Testament, which not infrequently reaches a strident note of complaint sometimes very beautiful but usually very hysterical. The sublime but womanly gestures of Christ did not touch Mohammad either. In his love, in his pity, in his social

organisation and his whole conception of life both here and hereafter, Mohammad is essentially a man. The mys-tic and somewhat sickly tendencies of his own people had to find satisfaction by infiltrations from other sources into his clear and well-balanced creed; while the manly tone with which Christianity was tempered by means of its iron organisation of later years all came from church organizers and personalities of somewhat Roman tendencies rather than from Christ's own teachings." (১)

৫। বহু পত্নিকতা সম্বন্ধে খালিদা লিখিয়াছেন :—

"......When a woman suffers because of her husband's secret love-affairs, the pain may be keen, but its quality is different. Whan a second wife enters her home and usurps half her power, she is a public martyr and feels herself our object of curiosity and pity......I have heard polygamy discussed as a future possibility in Europe in recent years by sincere and intellectual people of both sexes. "As there is informal polygamy and man is polygamous by nature, why not have the sanction of the law?" they say.

(১) Memoirs (1st. edition, 1926) P. P. 220-222.

Whatever theories people may hold as to what should or should not be the ideal tendencies as regards the family constitution ; there remains one irrefutable fact about the human heart, to whichever sex it may belong. It is almost organic in us to suffer where we have to share the object of our love, whether that love be sexual or otherwise. I belive indeed that there are as many degrees and forms of jealousy as there are degrees and forms of human affection. But even supposing that time and education are able to tone down this very elemental feeling, the family problem will still not be solved ; for family is the primary unit of human society, and it is the integrity of this smallest division which is, as a matter of fact, in question. The nature and consequences of the suffering of the wife, who in the same house shares lawfully with a second and equal partner, differs both in kind and in degree from that of the woman who shares him with a temporary mistress. In the former case, it must also be borne in mind, the suffering extends to two very often considerable groups of people—children, servants, and relations—two whole groups whose interests are from

the very nature of the case more or less antagonistic, and who are living in a destructive atmosphere of mutual distrust and a struggle for supremacy.

On my own childhood., polygamy and its results produced a very ugly and distressing impression. The constant tension in our home made every simple ceremony seem like a physical pain, and the consciousness of it hardly ever left me." (১)

৬। সংসার সম্বন্ধে হালিদার অভিমত—

"The world was after all what it should be; its aspect could be changed according to the use we made of it; its colour depended on the lenses through which we looked at it; and its hardness or softness, its painfulness or soothing power, depended on our personal handling of it." (২)

৭। তুরস্কের বিখ্যাত দার্শনিক তৌফীক ফিক্‌রতের মতের সমালোচনা করিয়া হালিদা লিখিয়াছেন ঃ—

"Tewfik Fikret attacked above all else these two things: tyranny and religion. Being a man *sans peur*

(১) Memoirs. (1st edition, 1926.) Pp. 143—145.

(২) Memoirs, (1st. edition. 1926.) P. 230.

et sans reproche, he did not realise the social and individual value of religion, its importance in human morals and culture, its historic necessity to complete the social evolution in the early stages of the human society. He saw only how man in general suffered from tyranny and the narrow rule of the churches, how men rent each other in the name of religion all over the world, and what political use they made of creeds and of their gods." (১)

৮। হালিদার মতে nationalismএর অর্থ—

"The individual or the nation in order to understand its fellow-men or its fellow-nations, in order to create beauty and to express its personality, must go deep down to the roots of its being and study itself sincerely. The process of this deep self-duty, as well as its results, is nationalism."

৯। ধর্ম্মের জন্য জীব হত্যা সম্বন্ধে হালিদা লিখিয়াছেন :—

"How I hated it (কুরবাণী) and all the bloody inhuman side of religion, which commands people to shed blood and hurt helpless creatures." (২)

(১) Memoirs......(1st. edition, 1926) P, 264.

(২) Memoirs......(1st. edition, 1926) P. 101.